ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 February, 2021 ■ আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২০ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এক বছরে রাজ্যে যান সন্ত্রাসের বলি ১৯২ জন, আহত ৪১০

লোকসংখ্যার তুলনায় এই মৃত্যু কম নয়, বললেন পুলিশের ডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। একবছরে রাজ্যে পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় তথা যান সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন ১৯২ জন। তাছাড়া আহত হয়েছেন ৪১০ জন। মাত্রাতিরিক্ত যান দূর্ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পুলিশের ডিজি ভি এস যাদব। শ্রীযাদব বলেন, লোকসংখ্যার অনুপাতে এই মৃত্যু কম নয়।

৩২ তম রাজ্যভিত্তিক সড়ক সুরক্ষা মাস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং হলে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহণ দপ্তর আয়োজিত এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণীকান্তি, ডিরেক্টর জেনারেল ফায়ার সার্ভিস রাজীব সিং সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, অধিকর্তা ও অন্যান্যগণ।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি বলেন, সকলকে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে নিয়ম মেনে চলতে হবে। ট্রাফিক নিয়মবিধি মানার পাশাপাশি তিনি প্রত্যেক যানচালক ও নাগরিকদের নিজের সুরক্ষায় বিশেষ করে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। মুখ্যসচিব শ্রীকুমার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন পথ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে থেকে তাকে সাহায্য করার জন্য সাহায্যকারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এ বছর থেকে সুনাগরিক পুরস্কার চালু করেছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব। তিনি বলেন, চলতি বছর থেকে সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহকে সড়ক সুরক্ষা মাস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, প্রতি বছর ভারতবর্ষে যান দুর্ঘটনায় গড়ে ৫.৫-৬ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে পৃথিবীর ৩ শতাংশ যান রয়েছে। যান দুর্ঘটনায় পৃথিবীর ১২ শতাংশ লোকের মৃত্যু হয় ভারতে। কোভিড পরিস্থিতিতে ২০২০ সালে ভারতবর্ষে যান দুর্ঘটনায় ১.৫৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান, ২০১৮ সালে ত্রিপুরাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ২১১ জনের, আহত হয় ৭৪৪ জন। ২০১৯ সালে মারা যায় ২৩৫ জন, আহত হয় ৮১৬ জন এবং ২০২০ সালে মারা যায় ১৯২ জন, আহত হয় ৪১০ জন। রাজ্যে লোকসংখ্যার তুলনায় এই মৃত্যু কম নয়।

তিনি বলেন, বিভিন্ন দপ্তর বলিষ্ঠ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের রাজ্যে রক্তে ভিজল রাজপথ পৃথক স্থানে দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। ফের ত্রিপুরায় রক্তে ভিজল রাজপথ। পৃথক স্থানে দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও দুই জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, আগরতলা শহর সংলগ্ন বোধজং নগর এবং গোমতী জেলায় দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অপর দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন-কে জিবি হাসপাতালে এবং অপর জন-কে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল নাগাদ বোধজং নগর থানা এলাকার ভেটেরিনারি কলেজ সংলগ্ন স্থানে ইকোগাড়ি ও বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এবং অপর এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবক-কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর কর্মী-রা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ইকো গাড়ি এবং মোটর বাইক দ্রুতবেগে আসছিল। নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় ইকো গাড়ি এবং বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনা দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে যান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মী-রা দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতের নাম রিয়াজ দেববর্মা এবং আহত হয়েছেন কৃষাণ দেববর্মা। তাদের দুজনেরই বাড়ি কিষান চৌমুহনী এলাকায়। এদিকে, পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি এবং বাইক উদ্ধার করে পুলিশের হেফাজতে নিয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। এদিকে গোমতী জেলার যনবাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারকে সিএএ বাস্তবায়নে আরও সময় দিল সংসদীয় কমিটি

নয়াদিল্লী, ২ ফেব্রুয়ারি।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর নিয়মনীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও সময় দিল রাজ্যসভা এবং লোকসভার কমিটি।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, সিএএ-র জন্য রাজ্যসভা এবং লোকসভার কমিটির তরফে কেন্দ্রকে যথাক্রমে ৯ এপ্রিল এবং ৯ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের স্বাক্ষরের পর এই আইন নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এই আইন অনুযায়ী, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নিপীড়ণের জন্য এ দেশে আসা শরণার্থীদের ভারতীয় নারগিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ওই দেশগুলি থেকে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি সিএএ-তে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই আইনে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের কথা বলা হয়নি। সিএএ-বিরোধী তথা এই আইন নিয়ে আন্দোলনকারীদের দাবি, এতে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য বা ভেদাভেদের করা হয়, যা ভারতীয় সংবিধানের মূল ভাবনার পরিপন্থী।

সিএএ-র পাশাপাশি জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনপিআর) নিয়েও দেশের নাগরিক সমাজ-সহ বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়ে মোদী সরকার। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বহু রাজ্যেই এই আইনের বিরোধিতায় প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি আইন নিয়ে উত্তাল হল রাজ্যসভা

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। প্রত্যাশা ছিল, আর ঠিক তেমনটাই হল। কৃষি আইন নিয়ে মঙ্গলবার উত্তাল হল সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। প্রবল হই হট্টগোলের জেরে প্রথমে সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত, তারপর ১১.৩০ এবং ১২.৩০ মিনিটে রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করা হয়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়ে দিয়েছেন, বুধবার কৃষি আইন নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দেবে সরকার। বুধবার বিষয়টি রাজ্যসভায় তোলা হবে।

বাজেট অধিবেশনের তৃতীয় দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছিল বিরোধী দলগুলি। কিন্তু তাদের প্রস্তাব খারিজ করে দেন চেয়ারম্যান। জানিয়ে দেন, এ নিয়ে যা বলার তা বুধবার বলতে হবে। প্রবল হই হট্টগোলের জেরে বেশ কিছু ক্ষণ রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করা হয়। মঙ্গলবার অধিবেশনের শুরুতেই রাজ্যসভায় কৃষক আন্দোলন নিয়ে আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। ৩টি কৃষি আইন প্রত্যাহার করার দাবিও তোলেন। ওয়েলে নেমে কৃষকদের সমর্থনে স্লোগানও তোলেন অনেকে। তাতে চরম হই হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। তাঁদের বোঝাতে চেয়ারম্যান জানান, বুধবার এ নিয়ে আলোচনা হবে।

তাতেও হট্টগোল থামেনি। তৃণমূল নেতা সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, "বাদল অধিবেশনেও কৃষকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই পরীক্ষার সূচি প্রকাশিত

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসই-র পরীক্ষা সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ৪ মে থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা চলবে আগামী ১১ জুন পর্যন্ত। সিবিএসই-র সরকারি ওয়েবসাইটেই পরীক্ষা সূচি প্রকাশ করা হয়েছ। ফল প্রকাশ হবে আগামী ১৫ জুলাই।

করোনার জেরে গত মার্চ মাস থেকে ভারতের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। কয়েকটি রাজ্যে ১৫ অক্টোবর ফের স্কুল চালু হলেও তা আংশিক পর্যায়েই রয়ে গিয়েছে। তবে অধিকাংশ রাজ্যে করোনার সংক্রমণের আশঙ্কায় স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তই মেনে নেওয়া হয়েছে। এ মাসের শুরুতেই সিবিএসই-র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বোর্ড পরীক্ষা অনলাইনে নয় লিখিত মাধ্যমেই নেওয়া হবে।

প্রতি বছর সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় জানুয়ারি মাসে প্র্যাক্টিক্যাল ও ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে থিওরিটিক্যাল পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এবার কেন্দ্র আগেই জানিয়েছিল যে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে হবে না সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। গত মার্চ মাসে বাতিল করা হয় সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চিঠি সাংসদ প্রতীমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মত ত্রিপুরার চা শ্রমিকদের জন্য প্যাকেজ দেওয়ার দাবী জানালেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানালেন প্রতীমা ভৌমিক। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তিনটি চা বাগান সহ মোট ৪৮টি চা বাগান রয়েছে। এইসব চা বাগানে ১৫ হাজার শ্রমিক বর্তমানে কাজ করছেন। তার মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ শ্রমিক মহিলা। তাই গতকাল বাজেটে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা যেন ত্রিপুরার চা বাগান শ্রমিকদের জন্যও করা হয়।

রাজ্যের চারটি ডিগ্রি কলেজে হবে ইন্টিগ্রেটেড বিএড কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের চারটি কলেজে করা হবে ইন্টিগ্রেটেড বিএড কোর্স। এই কলেজগুলি হল বিবিএম কলেজ, ওমেন্স কলেজ, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ বিলোনীয়া এবং ধর্মনগর কলেজ। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ মহাকরণে সাংবাদিকদের এই তথ্য দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই চারটি কলেজে ইন্টিগ্রেটেড বিএড কোর্স করানোর অনুমতি দিতে এনসিটিই এর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল। প্রথম অবস্থায় এনসিটিই শুধুমাত্র বিবিএম কলেজের জন্য অনুমোদন দেয়। পরে রাজ্য সরকারের অনুরোধে এনসিটিই অন্য তিনটি কলেজেরও অনুমোদন দিয়েছে। যদিও ধর্মনগর কলেজের অনুমোদনের কাগজপত্র রাজ্য সরকারের হাতে আসেনি। তবে এনসিটিই মৌখিক ভাবে এই কলেজের অনুমোদনের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন রাজ্যের চারটি মাদ্রাসা স্কুলকে ইংরেজী মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সবগুলি উচ্চমাধ্যমিক মাদ্রাসা স্কুলকে ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হবে এবং ওইসব স্কুলে প্রাথমিক বিভাগও চালু করা হবে। তিনি জানান, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে পর্ষদের পরিচালনায় মাদ্রাসা পরীক্ষা আটশ নম্বরের পরিবর্তে ছয়শ নম্বরে নেওয়া হবে।

রামমন্দির নির্মাণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের অনুদান

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে অনুদান সংগ্রহের কাজ ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে। জনসাধারণের পাশাপাশি মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অনুদান তুলে দিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অযোধ্যায় ঐতিহাসিক ভব্য রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে রামমন্দির নির্মাণে যগোদানের সুযগে পেয়েছি। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সদস্যদের হাতে সামান্য অনুদান তুলে দিয়েছি। তিনি বলেন, আধুনিক ভারতের প্রতীক এই রামমন্দির। সকলের কাছে আবেদন, আপনরাও রামমন্দির নির্মাণে সাধ্য মতো সাহায্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রাক্কালে জোরাতাপ্পি দিয়ে রাস্তা সংস্কার, কাজ বন্ধ করে দিল ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে দ্রুততার সাথে নিম্নমানের রাস্তা তৈরির অভিযোগ উঠলো ঠিকেদারের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় জোলাইবাড়ী থেকে শিলাছড়ীর আইলমারা পর্যন্ত বাইখোড়া পূর্ত দপ্তর থেকে রাস্তা নির্মানের কাজের বারত পেয়েছেন জোলাইবাড়ীর জহর ও শম্ভু নামে দুই ব্যক্তি।

এই কাজের জন্য সাড়ে নয় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানা যায়। ২০১৮ সালে এইকাজ শুরু হলেও দীর্ঘ কয়েকবছর কোন এক অজ্ঞাত কারণে কাজ বন্ধ রয়েছে। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী জোলাইবাড়ীতে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে দেবদারু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করবেন। পরবর্তী সময় নারদপাড়া এডিসি ভিলেজে জলাশয় পরিদর্শনে যাবেন। সবশেষে তিনি জোলাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে একটি জনসভায় মিলিত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী আগমনের জন্য তড়িঘড়ি করে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করে দিয়েছে ঠিকেদার। কিন্তু এই কাজ নিম্নমানের বলে অভিযোগ করে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে এলাকাবাসী। এলাকাবাসী সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে জানান জনগণের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু ঠিকেদার সঠিকভাবে রাস্তা সংস্কারের সামগ্রী ব্যাবহার করছে না। রাস্তাটি সম্পূর্নভাবে নিম্নমানের সংস্কার করা হচ্ছে।

আজকে রাস্তা পরিদর্শনে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা যান। সেখানে গিয়ে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পরতে হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভর্তি নিয়ে জট কাটেনি তেলিয়ামুড়া কলেজেও, প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাল শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ ফেব্রুয়ারি।। কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে তেলিয়ামুড়া কলেজেও। অনলাইন পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় বিপাকে পড়েছে অনেক ছাত্র-ছাত্রী। পছন্দমত বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না অনেকেই। তাতে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা।

মঙ্গলবার এসব বিষয় নিয়ে তেলিয়ামুড়া কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরও কোনো সুরাহা না হওয়ায় প্রতিবাদ বিক্ষোভে শমিল হয় ছাত্র-ছাত্রীরা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তাদের পাশে দাঁড়াই।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তেলিয়ামুড়া নগর ইউনিটের যুগ্ম-সম্পাদক রাহুল পাল সংবাদমাধ্যমকে জানান ছাত্র- ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের বিষয়গুলি অদল বদল হয়ে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা অসুবিধায় পড়ে গেছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তারা বহুবার দাবি জানিয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাস এ বিষয়ে কোনো সুরাহা করতে পারেননি। সে কারণে বাধ্য হয়ে তারা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাস আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। তিনি আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করে বলেন এই দাবি সনদ তিনি উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন এবং অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের প্রস্তাবে রাজি হয়ে আপাতত তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

উল্লেখ্য তেলিয়ামুড়া কলেজেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ভর্তি দিয়ে এবছর মারাত্মক জটিলতা দেখা দিয়েছে। অনলাইন পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করায় সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।এই পদ্ধতি চালু করায় স্থানীয় ছাত্র ছাত্রী হিসেবে স্থানীয় কলেজে নির্ধারিত বিষয়ে পড়াশোনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১১৫ ▫ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২০ মাঘ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বাজেট নিয়া প্রত্যাশা

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন বাজেট প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তাহা নিয়ে গোটা দেশেই চর্চা শুরু হইয়াছে।কৃষি স্বার্থবিরোধী কৃষি আইন প্রত্যাহার করিবার জন্য গোটা দেশজুড়ে যখন আন্দোলন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়ে বাজেট প্রস্তাবে গ্রামীণ এলাকা ও কৃষক সমাজের উন্নয়নে তেমন কোন সংস্থান রাখা হয় নাই বাজেটে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গরিব মানুষ।জন্য বাজেটে বড় ধরনের কোন সংস্থান রাখা হইবে।কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন বাজেট প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তাহাতে সবকিছু ধুলিস্যাৎ হইয়া গিয়াছে।

অর্থমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, তিনি এমন বাজেট পেশ করিবেন, যাহা গত একশত বৎসরে কেহ দেখে নাই। ছাপানো পাতার পরিবর্তে তিনি ট্যাব দেখিয়া বাজেট পড়িবেন, এই কথাটি মাথায় রাখিয়া যদি নির্মলা সীতারামন এমন দাবি করিয়া থাকেন, তবে ভিন্ন কথা; নচেৎ, নরেন্দ্র মোদীর সরকার গত ছয় বৎসর যেমন বাজেট পেশ করিয়াছে, নির্মলা সীতারামন অবিকল তেমন আর একটি বাজেট শুনাইলেন। অর্থমন্ত্রী রাজকোষ ঘাটতি, ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু সেই স্বচ্ছতা উপরতলের মাত্র। পুরাতন প্রকল্পকে নূতন মোড়কে চালাইয়া দেওয়ার প্রবণতা, সেই আগামী পাঁচ-দশ বৎসরে বরাদ্দের হিসাবকে বর্তমান বাজেটের মধ্যে দেখাইয়া দেওয়া সবই অপরিবর্তিত আছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে বরাদ্দ বৃদ্ধির হিসাব তিনি দিয়াছেন, তাহার একটি বড় অংশের টাকা খরচ হইবে কোভিড-১৯’এর প্রতিষেধক প্রদানের কাজে; আরও বড় অংশের একটি টাকা খরচ হইবে ‘আগামী পাঁচ বৎসরে’। পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও প্রকল্পগুলি অনেকাংশেই ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন-এর অন্তর্ভুক্ত। সেই বাবদ হাততালি পাও না হইলে সরকার তাহা আগেই পাইয়া গিয়াছে। প্রকল্পগুলি কী ভাবে প্রবর্তিত হইবে, তাহার মেয়াদ কী, এই প্রশ্নগুলির উত্তর এই বাজেটেও নাই। কৃষিতে তিনি কৃষকের পাওনাগন্ডা বৃদ্ধির হিসাব শুনাইয়াছেন কিন্তু, কৃষি পরিকাঠামোয় যে সংস্কারগুলি অপরিহার্য, তাহার উল্লেখ করেন নাই। এমন বাজেটই এই জমানার অভিজ্ঞান। নির্মলা ট্র্যাডিশন বজায় রাখিয়াছেন।

অন্য দিকগুলিতেও তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার এই বাজেটেও রাজস্ব প্রত্যাশার একটি বড় অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে উপার্জন। হাতে থাকা সম্পত্তি বেচিয়া ব্যয়নির্বাহ করা আদৌ ভবিষ্যৎমুখী আর্থিক নীতির অঙ্গ হইতে পারে কি না, সেই প্রশ্নটি যদি মুলতুবিও রাখা হয়, তবু প্রশ্ন সরকার বেচিতে চাহিলেও কেহ কিনিতে চাহিবে কি? এয়ার ইন্ডিয়ার অভিজ্ঞতাটিকে মাথায় রাখিলে এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক নহে। অন্য দিকে, ইন্দিরা-যুগের রাষ্ট্রবাদী বদ্ধ অর্থনীতির প্রতি এই সরকারের আকর্ষণটিও বাজেটে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সোলার প্যানেল অথবা তুলা, বিভিন্ন গোত্রের পণ্যে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা দেশি উৎপাদকদের উৎসাহ দেওয়ার কথা বলিতেছেন, কিন্তু প্রতিযোগিতায় নামিবার জন্য অর্থব্যবস্থায় প্রণোদনা সৃষ্টির কথা ভাবেন নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার জন্য যে অবকাশ তৈরি করা হইতেছে, তাহাও কতিপয় সরকার-ঘনিষ্ঠ সংস্থার জন্য কি না সেই প্রশ্নও উঠিতেছে। নির্মলা তবে সাঙাততন্ত্রের ট্র্যাডিশনটিকেও রক্ষা করিলেন।

ভাষণে যাহা আছে, তাহা যদি সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, যে কথাগুলি ভাষণে নাই, সেগুলিও ঐতিহ্যের অনুসারী। যেমন, অর্থমন্ত্রীর ভাষণে কর্মসংস্থান যোজনার উল্লেখ নাই। অতিমারি-আক্রান্ত অর্থব্যবস্থায় এই যোজনা বিপুল সংখ্যক মানুষের নিকট একমাত্র বিকল্প হইয়া উঠিবার পরও নাই; শুধু গ্রাম নহে, শহরের জন্যও এই ব্যবস্থা চালু করিবার দাবি জোরদার হওয়ার পরও নাই। প্রধানমন্ত্রী মোদী গোড়া হইতেই এই প্রকল্পটির বিরোধী, সেই কারণেই কি? বর্তমান অর্থবর্ষে খাদ্য সুরক্ষায় প্রকৃত বরাদ্দ বাড়িয়াছিল এই বাজেটে কমিয়া গেল। দরিদ্র মানুষের হাতে নগদ টাকা পৌঁছাইয়া দেওয়ার কোনও পথের হদিসের কথা দূরে থাকুক, সরকার আদৌ সেই প্রয়োজন অনুভব করে কি না, অর্থমন্ত্রী তাহাও বলেন নাই। দেশে আর্থিক অসাম্য প্রবল হারে বাড়িতেছে তাহার উল্লেখও বাজেটে নাই। এই অনুল্লেখগুলিও ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াছে। নির্মলা সীতারামন মোদী সরকারের বাজেট পেশ করিয়াছেন শতাব্দীর বাজেট নহে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন প্রস্তাব পেশ করা দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল যাহা দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থথ সুরক্ষা করিবে। কিন্তু আশায় গুড়ে বালি। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী সীতারামন এর পেশ করা বাজেট প্রস্তাব নিয়ে গোটা দেশ জুড়িয়া সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করিয়াছে।

নেট পরীক্ষার দিনক্ষণ প্রকাশ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অবশেষে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট বা নেট পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করল কেন্দ্র। প্রতিবছর জুন ও ডিসেম্বর মাসেই আয়োজন করা হয় নেট পরীক্ষার। কিন্তু গত বছর করোনা অতিমারির কারণে পরীক্ষার আয়োজন নিয়ে চলে বিস্তর ডামাডোল। অতিমারীর প্রেক্ষাপটে পরীক্ষা আয়োজন নিয়েও শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর। কেন্দ্র পরীক্ষার আয়োজনের স্বপক্ষে যুক্তি দিলেও তা নস্যাৎ করে দেশের বাম ছাত্র সংগঠন গুলি। টালমাটালের মধ্যে পরে ২৪ সেপ্টেম্বর এবং ১৩ নভেম্বর পরীক্ষা নেওয়া হয়। ফল প্রকাশ হয় ডিসেম্বরে। আগামী মে মাসের ২ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে নেট পরীক্ষা। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশচন্দ্র পোখরিওয়াল। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগ করা হবে। গবেষণার জন্য মিলবে বৃত্তিও। মঙ্গলবার নিজের টুইটারে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী। তিনি লেখেন, ‘গবেষণা বৃত্তি এবং অ্যাস্টিট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য আগামী ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৪ এবং ১৭ মে পরীক্ষা নেবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি।’ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও টুইটের সঙ্গে জুড়ে দেন তিনি। যদিও এই বছর করোনা পরবর্তী সামাজিক দুরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখেই অনলাইন মারফত কম্পিউটারের মাধ্যমই পরীক্ষা দিতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। কেন্দ্রের এই ঘোষণা পরীক্ষার্থীদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সেকেন্ড ম্যান করে রেখেছে, সেনাপতি করেনি : বেসুরো মালদার তৃণমূল নেতা

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিলেন দলের মালদা জেলার কোঅর্ডিনেটর দুলাল সরকার। তাঁর অভিযোগ, দল তাঁকে জেলায় সেকেন্ড ম্যান করে রেখেছে, সেনাপতি করেনি। দল চায়নি বলেই তাঁকে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান করা হয়নি বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দুলালবাবু। ইংরেজবাজার পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য দুলালবাবুর দাবি, তৃণমূলের দুঃসময়ে তিনি ও তাঁর পরিবার পার্টি ছাড়েননি, অথচ দল তাঁকে প্রাপ্য মর্যাদা দিচ্ছে না। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে জোর জল্পনা। তাঁর এই মন্তব্যে মালদহ জেলাজুড়ে রীতিমত বিতর্ক তৈরি করেছে। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যে একের পর তৃণমূল বিধায়ক, নেতা বেসুরো গাইছেন। সোমবার হঠাৎ করেই দল ছাড়েন দক্ষিণ ২৪ পরগণার দীপক হালদার। সেই অস্বস্তি কাটতে না কাটতেই প্রশ্ন, তাহলে কি এবার দুলালবাবুও বিজেপির পথে? এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকি, কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরিও দুলাল সরকারের মন্তব্য নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন, যা বলার রাজ্য নেতৃত্ব বলবে। বিষয়টি ইতিমধ্যে সুব্রত বক্সিকে জানানো হয়েছে বলে দাবি জেলা নেতৃত্বের। তিনিই এই বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন বলে জানিয়েছেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি। বিজেপি জেলা নেতৃত্বও এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, প্রত্যেকদিনই উইকেট পড়ছে তৃণমূলের। তাদের পায়ের তলার মাটি হালকা হচ্ছে। আগামিদিনে আরও চমক অপেক্ষা করছে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

যন্ত্রণা সহ্য করাকেই বেছে নিয়েছিলাম

বোরিয়া মজুমদার

প্যাট কামিনসের ডেলিভারিতে যখন তাঁর আঙুল চোট লেগেছিল, সমগ্র ভারত শরিক হয়েছিল তাঁর যন্ত্রণার। জ্যোতিষ্মান বর্মে সেজে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমাদের যোদ্ধা। সিডনি এবং ব্রিসবেন—দুই ময়দানেই তিনি তাঁর টিমের জন্য, দেশের জন্য লড়ে গিয়েছেন। তিনি, যেতেশ্বর পূজার। পুজার হয়তো ২০১৮ সালের মতো ৩০০ রান বাগিয়ে আনতে পারেননি, কিন্তু এই ২০২০-’২১- এর মরশুমে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি যা ঘটিয়েছেন, তা অস্ট্রেলীয় বোলারদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর কেরিয়ারে তিনি আজ ইস্তক ১৩, ৫৭২ টি বল খেলেছেন। যদি জুন মাসে ভারতকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলে জিততে হবে, তাহলে পুজারাকে আর ও ১৫০০টি বল খেলতে হতে পারে। পুজারা তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন। ব্যাট করার সময় এতবার বল এসে তাঁর শরীরে আঘাত করা, তাঁর কছভাঙা খেলার ভিতরেও যে শৃঙ্খলা, ঋষভ পন্থের সঙ্গে তাঁর ব্যাট করার অভিজ্ঞতা, নাথান লিয়নের মুখোমুখি হওয়া, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্ব--- চেতেশ্বর পুজারার সঙ্গে একটি আগলহীন কথোপকথনে কত কী-ই না উঠে এলো।

বোরিয়া প্রথম যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে চাই, সেটা হল, একজন কী করে এতগুলো বলের আঘাত সহ্য করেও সিধে দাঁড়িয়ে ব্যাটিং চালিয়ে যেতে পারে? মানুষের তো যন্ত্রণা সহ্য করার একটা সীমা থাকে।

পুজারি (স্মিত হেসে) আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ব্রিসনেবন এবং সিডনি--- দু’জায়গাতেই পিচটা ছিল আদতে বোলারদের জন্য। তাছাড়া প্রত্যেক অস্ট্রেলীয় বোলারা লম্বা, প্রভুত বাউন্সার দিতে পারে। যেহেতু ম্যাচ এগনোর সঙ্গে সঙ্গে পিচের ফাটল চওড়া হচ্ছিল, ফলে বল ওই ফাটলে পড়ে গ্লাভসে এসে লাগা বা ব্যাটসম্যানদের বেকায়দায় পড়ার সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তুলছিল। দুটো মাত্র বিকল্প ছিল। হয় শরীরে কিছু বলের আঘাত সয়ে নাও, নয় আউট হয়ে যাও। আরও খোলাখুলি বললে, যন্ত্রণা সহ্য করো, নয় ময়দান ছেড়ে চলে যাও--- দুটোর মধ্যে কিছু একটা করতে হত। তো আমি বেছে নিলাম যন্ত্রণা সহ্য করাটাই। কারণ দেশের জন্য--- হয় ম্যাচ ড্র করতে নয়তো জিততে সাহায্য করতে, আমার টিকে থাকাটা জরুরি ছিল।

বোরিয়া আচ্ছে একটা কথা বলুন, যখন গোটা দেশ আইপিএল নিয়ে মেতে , এবং গোটা ব্যাপরটাই যখন সাদা বলের ক্রিকেটে থিতু, তখন আপনি চুপিসারে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য। বিষয়টা কঠিন ছিল নিশ্চয়ই। এমনকী আমার মনে পড়ছে, ভারতের বোলিং কোচ ভরত অরুণ আমাকে বলেছিলেন, আপনাকে যখন তিনি প্রথম দুবাইয়ে দেখেছিলেন, তখন আপনি ছিলেন নির্মের্দ, স্বাস্থ্যবান এবং নিজেকে প্রমাণ করতে ক্ষুধার্ত। অবশ্যই আপনি লকডাউনকে কাজে লাগিয়েছেন নিজেকে গড়ে তোলার জন্য।

পুজারা হ্যাঁ, আপনি একদম ঠিক বলেছেন। আমি জানতাম, লকডাউনের দরুণ আমি বহু উঁচু স্তরের খেলার অংশীদার হতে পারব না। আমি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম যে, আমাকে চূড়ান্ত সুস্থসবল থাকতে হবে শারীরিকভাবে, যাতে অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাট করতে অসুবিধা না হয়। যদি ২০১৮-’১৯-এর মতো করে আমাকে পারফর্ম করতে হয়, তাহলে আমাকে যে আমার ফিটনেসের চরমে থাকতে হবে, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কাজেই আমি লকডাউনটাকে কাজে লাগালাম বহুল পরিমাণে মেদ ঝারাতে। আর মেদ ঝরিয়ে তার বদলে আমাকে পেশিবহুল হতে হল খানিক, যাতে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাট করতে সুবিধা হয়। আদত সমস্যাটা হল, আমি এই টেস্ট সিরিজটায় যাওয়ার আগে তেমন ভাল উঁচুদরের খেলার অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আইপিএলে যখন অনেকেই প্রচুর পরিমাণে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে পারছে, আমি সেখানে অ্যাডিলেড টেস্টের আগে একটিমাত্র ভাল মানের ম্যাচ খেলতে পেরেছি। এটা একটু চিন্তার বিষয় ছিল বটে। এবং আমার যে এই সিরিজে ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগল, তার কারণও বোধহয় এটাই।

বোরিয়া এবার পিঙ্ক বল টেস্টের প্রসঙ্গে আসি। ৩৬ অল আউটের বিপর্যয়টা আপনি সামলালেন কী করে? সেটা তো নির্ঘাত অপ্রত্যাশিত ছিল। আর সিনিয়র ব্যাটসম্যান হিসাবে আপনি সেই চাপটা অনুভবও করেছিলেন বোধহয়।

পুজারা হ্যাঁ, সে এক ভয়াবহ চাপ কারণ এটা তো বোঝাই যাচ্ছিল না যে, মোটে ৩৬ রানে আমরা কী করে অল আউট হয়ে বসে গেলাম। এটা এমনই একটা ঘটনা, যা আর কখনওই ঘটবে না। পলে, আমাদের খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিরাট ফিরে গিয়েছিল, ফলে অজিঙ্ক এবং আমার রান তোলাটা টিমের জন্য খুব জরুরি ছিল। টিমের বাকিরাও আমাদের থেকে তেমনটাই প্রত্যাশা করছিল। অজিঙ্ক তো মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে একটা অভাবনীয় ইনিংস খেলেছে। আর আমি অবশ্যই অনেকটা কৃতিত্ব দেব আমাদের দলের একঝাঁক তরুণকে , তারা মাঠে নেমে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিল। এই সিরিজে আসলে বাঁকবদলটা ঘটাল তো তারাই।

বোরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে পিঙ্ক বলটেস্ট প্রসঙ্গে আরেকটু জানতে চাইব। বিষয়টা দেখতে তো অনবদ্য লাগাছে। দেখার মতোই বটে ব্যাপারটা। কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে আপনি কীভাবে দেখছেন এটাকে? পিঙ্ক বলে খেলা খি আরেকটু কঠিন? পুজোরা আপনাকে বলি তাহলে, পিঙ্ক বল টেস্ট সম্পূর্ণ আলাদা একটা কাঠামো। এটা টেস্ট ক্রিকেট বটে, কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট বলতে আমরা যা বুঝি, তার তুলনায় এটা মুগলতভাবেই আলাদা। অস্ট্রেলিয়া অ্যাডিলেডে আমাদের যে পেড়ে ফেলতে পারল, তার কারণ তারা এর আগে সাত সাতটা পিঙ্ক বলটেস্ট ম্যাচ খেলে ফেলেছে। আর সেখানে আমার কিনা প্রথমবার ‘ডাউন আন্ডার’, অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না কোনও খেলোয়াড় যথেষ্ট পরিমাণে পিঙ্ক বলে খেলেছে, ততক্ষণ তার পক্ষে ভাল খেলা কার্যত অসম্ভব। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি লাল বলে টেস্ট খেলাটাই বেশি পছন্দ করব পিঙ্ক বলের চেয়ে।

বোরিয়া এবার সিডনির প্রসঙ্গে আসি। এতগুলো বলের আঘাত আর ঋসভ পন্থের সঙ্গে আপনার পার্টনারশিপ। আপনি তো খেলাটাই ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

পুজারা বলতে পারেন, সিডনি থেকেই আমি সিরিজটাকে আয়ত্তে আনতে শুরু করি। দ্বিতীয় ইনিংসেই আমি আমার শট গুলো খেলতে শুরু করি। আর ঋষভের সঙ্গে যুগলবন্দিটা সত্যিই খুব স্পেশাল ছিল। এত অনবদ্য সব শট মেরেছে ও আমি তো ওকে নিজের ঝোঁক সামলাতে বলেছি বলে মনেই পড়ে না। শুধু আমি যখন বুঝতে পেরেছি যে ও আউট হয়ে যেতে পারে, তখন হয়তো একটু সতর্ক করেছি। না হলে ও যা করছিল, সেটা আমি করতে দিচ্ছিলাম। ও সত্যিই অসামান্য খেলেছে।

আমি সিডনিতে খুব ভুল সময়ে আউট হয়ে গিয়েছিলাম। যদি তা না হতাম, তাহলে ওই ম্যাচ আমার অনায়াসে জিততে পারতাম। হনুমা বিহারির হ্যামস্ট্রিংয়ে একটা চোট ছিল। ফলে, ও দৌড়তে পারত না। সেটা আমাদের আরও সীমাবদ্ধ করে ফেলল। আমার বেরিয়ে যাওয়াটা তাই আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠল। তবে হ্যাঁ, বিহারি আর অশ্বিনের পার্টনারশিপ এককথায় নায়কোচিত। আমি খুব খুশি যে ওরা ওই ম্যাচে আমাদের বাঁচিয়ে দিল, আর আমাদের ব্রিসবেনে যাওয়ার সুযোগ করে দিল।

বোরিয়া এবার গাব্বার দুর্গের যে পতন আপনারা ঘটালেন, তাই নিয়ে কিছু বলুন। পুজারা একথা সহজেই বলা যায় যে, এই জয় আমার শ্রেষ্ঠতম জয়গুলোর একটা। আমি শুরু থেকেই ভাল ব্যাট করছিলাম। আর শেষদিনে শুভমান আর আমার যুগলবন্দি খেলাটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। চমৎকার

সব শট খেলেছে ও। ওর ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল। আর আমি গোটা সময়টা খুব স্বস্তিতে ছিলাম, সেটা খুব সাহায্য করেছে। হ্যাঁ পিচটা হয়তো বোলারদের জন্যই ছিল। আমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার বা বল এসে আমার গ্লাভসে লাগার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। যেমনটা আমি আগেও বলেছিলাম, চোট সহ্য করে নেওয়াই সহজ ছিল তখন।

আর প্রতিটি পার্টনারশিপ আমাদের জয়ের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে দিয়েছে। সেটাই এই খেলার সেরা বিষয়। প্রথমে শুভমান এবং তারপর অজিঙ্ক, আর শেষে ঋষভ—এই সবক’টা জুটি নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। দেশের জন্য এমন কিছু করতে পেরে প্রকৃত অর্থেই ভাল লাগছে।

বোরিয়া আপনি তো খুব সমালোচিত হন ধীরে ব্যাট করার জন্য। যেখানে চটপট রান তোলার কথা, সেখানে আপনি এক জায়গায় আটকে থাকেন, রান তুলতে পারেন না—ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু সিডনির দ্বিতীয় ইনিংসে প্যাট কামিনসের বলে আপনি তিনটে পরপর চার মারলে। আপনার খেলার ধরন বদলে ফেলার সিদ্ধান্তটা কি সচেতন ছিল? একটু বলবেন?

পুজারা হ্যাঁ, আমার খেলার একটা নিজস্ব ধরন আছে। টিম ম্যানেজমেন্টেও সেটা জানে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, আমি অনেক সময় তাড়াতাড়ি রান তুলতে পারি না। কিন্তু সে সময় বোলাররাও ভাল বল করে। আর এটা আমার সচেতন সিদ্ধান্ত থাকে যে, আমি আউট হব না। অনেক সময় টিম আমার থেকে সেটাই চায়। নিয়ম ভাঙারও একটা নিয়ম আছে, এবং যতক্ষণ টিম সেটার থেকে সুবিধা পায়, আমার কোনও অসুবিধা নেই। এবং যখনই বিষয়টা আমি একটু একটু করে আয়ত্তে আনতে পারি, তখনও আমি কয়েকটা শট খেলে ফেলি। যেমনটা সিডনিতে করেছি আর কী। সেটা নিশ্চিতরূপে সাহায্য করে। তিন আর চার নম্বর টেস্টে তাই ঘটেছে।

বোরিয়া আচ্ছো, এবার নাথন লিয়নের সঙ্গে আপনার সংঘাত নিয়ে কিচু বলুন। সেখানে তা আবার এক সংঘাতের মধ্যে অন্য সংঘাত দানা বেঁধেছে।

পুজারা দেখুন, রাখঢাক না করে আপনাকে একটা কথা বলি। লিয়ন যখন ২০১৭ সালে ভারতে এসেছিলেন, তখনই ওঁ্যক স্পিনের মোকাবিলা করা আমার কাছে রীতিমতো কঠিন ঠেকছিল। অনিলভাই (কুম্বলে) আমাকে সাহায্য করে লিয়নের জন্য অন্যতর কৌশল নির্ধারণ করতে। এর খুঁটিনাটি আমার থেকে জানতে চাইবে না। সেসেব আমি বলেতে পারব না। কিন্তু একথা ঠিক যে, অনিলভাই-ই আমাকে সাহায্য করেছে লিয়নের জন্য একটা নির্দিষ্ট ছক তৈরি করতে। এমনকী, অ্যাডিলেডের পরেও অনিলভাই আমাকে একটা মেসেজ করেছিল, সিরিজ জুড়ে লিনয়নকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সেটা খুব সাহায্য করেছে। টিম হিসাবে আমরা জানতাম যে, অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণের সুচিমুখ নাথান লিয়ন। ওঁকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া আমাদের পক্ষে জরুরি ছিল। আমি খুব যে আমাদের ছকটা কাজে লেগেছে। ফলে লিয়ন আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেননি।

বোরিযা আপমি কি সেই মিমটা দেখেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে, আপনি যখন ব্যাট করতে নামছেন, তখন কামিনস স্টার্ক আর হ্যাজেলউড নেহাতই তরুণ, আর আপনি যখন আউট হয়েছেন, তখন তাঁর বুড়ো হয়ে গিয়েছেন? কিছু বলবেন মিমটা নিয়ে? পুজারা হ্যাঁ, মিমটা আমি দেখেছি। সত্যি, মানুষ কত সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে আজকাল।

বোরিয়া অশ্বিন তো প্রকাশ্যে বলেছেন, যদি আপনি ক্রিজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মঈন আলি এবং অন্যান্য ইংলিশ স্পিনারকে একহাত নেন, তাহলে তিনি তাঁর অর্ধেক গোঁফ কামিয়ে ফেলবেন। আপনি কি এমনটা করবেন না কি অশ্বিনের সঙ্গে?

পুজারা যদি তেমন কোনও সুযোগ আসে, তাহলেই আমি এটা ঘটাব। না হলে, আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ীই খেলব, যেভাবে খেলতে চাই, সেভাবেই খেলে যাব। যদি ইংল্যান্ডের বোলাররা লুজ বল করে, তখন আমি সেই অনুযায়ী খেলতে পারি। না হলে, আমি আমার পরিকল্পনা বদলানোর কথা ভাবব না। যেমনটা খেলি, তেমনটাই খেলে যাব।

বোরিয়া তাহলে অশ্বিনের গোঁফটা বেঁচে গেল বলতে হয়। যাই হোক শেষ যে প্রশ্নটা করব, আমরা তো বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পাইনালের খুব কাছে চলে এসেছি বলা চলে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটা ভাল সিরিজ খেলতে পারলেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব কী বলবেন? এটা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য কতটা জরুরি বলে মনে হয়? পুজারা সারা বল হোক বা লাল, আপনি যে কোনও ক্রিকেটারের থেকে জানতে চান যে, ক্রিকেটের কোন ফরম্যাট খুব জরুরি? একটাই উত্তর পাবেন, টেস্ট ক্রিকেট। এটাই ক্রিকেটের সবচেয়ে চ্যালেজং ফরম্যাট। বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেট। এটাই ক্রিকেটের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ফরম্যাট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ আমাদের টিমের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হয়ে উঠতে পারে। জানি যে, আমরা সেই অর্জনের কাছাকাছি চলে এসেছি। কিন্তু তার আগে ইংল্যান্ডের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ খেলতে হবে। আমরা খুব বেশি কিছু ভেবে নিচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে এই বোধটা কাজ করে চলেছে যদি আমরা ভালভাবে খেলি তাহলে আমরা অবশ্যই পৌঁছে যাব ফাইনালে। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সেটা হবে এত মহত্তম মুহূর্তে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

কস্তুরবা গান্ধিরও রাজনৈতিক জীবন ছিল

নন্দগোপাল পাত্র

ছোটদের ক্যুইজের আসরে প্রশ্ন থাকে মহাত্ম গান্ধির স্ত্রী’র নাম কী? অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর পাওয়া যায়। কস্তুবার গান্ধি। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। যদি প্রশ্ন করা হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে কস্তুরবা গান্ধির সক্রিয় ভূমিকা ছিল কিনা। তখন উত্তর পাওয়া যায় না। বিখ্যাত স্বামীর আড়ালেই থেকে গেছেন কস্তুরবা (১১ এপ্রিল ১৮৬৯-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪)।

শুধু মহাত্মা গান্ধির স্ত্রী হিসেবে নয়, তিনিও গান্ধিজির মতো সত্যাগ্রাহী ছিলেন। কখনও নীরব ছিলেন না। ১৮৮৩ -তে বিয়ে হয় গান্ধিজির সঙ্গে। এরপর গান্ধিজির সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্বে (১৮৯৩-১৯১৪) তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধিজির সাথে ইংল্যান্ডের ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে হাসপাতাল সেচ্ছাসেবী কর্মী হিসেবে কাজ করেন। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে আহত হওয়া ১৬ হাজার ভারতীয় সৈন্যের জন্য প্রতিষ্ঠাত ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উফকূলের সামরিক হাসপাতালে কাজ করেন। ওই হাসপাতালে এক কর্মী দয়ারাম থাপার লিখেছিলেন, মিসেস গান্ধি বর্ণ প্রথার জন্য কোনও ভারতীয় সৈন্য যেন সেবা পেতে বিব্রত না হন সেটি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

ভারতেও কস্তুবার’র একটি রাজনৈতিক জীবন ছিল। ১৯৩৩ -এর অগস্টে গান্ধিজিকে সরকার জেল থেকে ছেড়ে দিল। তখন কস্তুরবাও আইন অমান্য আন্দোলনে আমদাবাদ জেলে আটক ছিলেন, অল্প কিছু দিনের জন্য স্বামীর কাছে ইয়েরওয়াড়া জেলে এসেছিলেন। ২৫ নভেম্বর কস্তুরবা সরকারকে জানালেন যে সুস্থ ও মুক্ত স্বামীকে দেখভালের দায়িত্ব আপাতত তাঁর নেই। তবে সত্যাগ্রাহী হিসেবে তাঁর নিজের মেয়াদি শাস্তি তিনি ভোগ করতে প্রস্তুত। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯। রাজকোটে রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মনিবেন ও মৃদুলা সরাভাইকে সঙ্গে নিয়ে রুগ্মা কস্তুরবা সত্যাগ্রহে যোগ দিলেন, চরম এক অস্বাস্থ্যকর জায়গায় অসুস্থ কস্তুরবাকে আটকে রাখা হল। সবাই শঙ্কিত। সেবাগ্রাম থেকে গান্ধিজি সরাসরি জানালেন যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কস্তুরবাকে দিয়ে কিছু করানো কারও সাধ্যাতীত। ৯ আগস্ট ১৯৪২। মুম্বাইতে ভোরে গান্ধিজি গ্রেফতার হলেন। শিবাজি পার্কে বিকেলে জনসভা। কস্তুরবা একেবারে বলিয়ে কইয়ে নন। তবু বন্দি অসুস্থ স্বামীর সঙ্গ তিনি নিলেন না। বরং বিকেলের সভায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি বক্তব্য রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অবশ্য সরকার কোনও ঝুঁকি নিয়নি। বিকেলের জনসভা নিষিদ্ধ করে কস্তুরবাকে গ্রেফতার করে গান্ধির কাছে পুণের আগা খান প্রাসাদে পাঠানো হল।

এই প্রবাদপ্রতীম দম্পত্রি তার পুত্র সন্তান। হরিলাল গান্ধি (জন্ম ১৮৮৮), মণিলাল গান্ধি ৯জন্ম ১৮৯২), রামদাস গান্ধি (জন্ম ১৮৯৭) সাল। গান্ধিজির বাষট্টি বছরের দাম্পত্যজীবনে নির্ভরতা ও সেবা সাহচর্যের কথা মধুরতম স্মৃতি বলে গান্ধিজির আত্মকথাতে স্থান পেয়েছে। গান্ধিজির সত্য যাচাইয়ের পরীক্ষায় কস্তুরবা এসেছেন নানা ঘটনাসূত্রে, গান্ধিজির জীবনের নানা দুঃসহ পরীক্ষার যেন তিনি অনুঘটক। ১৯১৮-য় রক্ত-আমাশাতে গান্ধিজির প্রাণসংশয় হয়। মনে দ্বিদা থাকা সত্ত্বেও কস্তুরবাবর কথায় গান্ধিজি ছাগলের দুধ খেতে শুরু করেন। এবং সুস্থও হয়ে ওঠেন। ছাগলের দুধ আর গান্ধিজির দৈনন্দিন জীবন যাপনের ফলে কস্তুরবার পরামর্শ ছিল। ১৯৭২-এ সিংহলের এক জনসভায় কস্তরবা -এর উপস্থিতিতে মহাত্মা বলেছিলেন যে কস্তুরবা একাধারে তাঁর মা, বন্ধু, নার্স, রাঁধুনি, বোতল পরিস্কার। ১৯৩৩-এ এক অনশনের প্রাক্কালে মীরা বেনকে ইয়েরওয়াড়া জেল থেকে বাপু জানান যে কস্তুরের উপর তাঁর বাবা যে গুরুভার বোঝা চাপিয়েছেন, অন্য যে কোনও মেয়ে তার চাপে শেষ হয়ে যেত। কস্তুরবা’র মধ্যে অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির মনোভাব জানা যায় ১৯২৯-এ নবজীবন পত্রিকায় গান্ধিজির এক লেখা থেকে। গান্ধিজি লিখেছিলেন বিভিন্ন সূত্রে তাঁর স্ত্রী টাকা পেতেন। সেই টাকার পরিমাণ ১০০ -২০০ টাকা কখনও কখনও হয়ে যেত। একবার কস্তুরবা পুরো টাকা আশ্রমে জমা না দিয়ে ৪ টাকা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। যা গান্ধিজি পরে জানতেও পেরেছিলেন। সেই ঘটনায় কস্তুরবা অনুতপ্ত হলেও তাঁর মনের পরিবর্তন হয়নি। এরপরও কস্তুরবা’র টাকা জমিয়ে রাখার মানসিকতা থেকে গিয়েছিল। ওই প্রবন্ধে গান্ধিজি স্ত্রী’র অনেক প্রশংসা করে লিখেছিলেন, স্ত্রী হিসেবে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করার পাশাপাশি তাঁর আত্মত্যাগের পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াননি কস্তুরবা। জেদি কস্তুরবা’র কাছেই একরোখা বাপু শেষে বুঝেছিলেন যে কস্তুরবা’র জেদ আসলে অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির নামান্তর, যে কোনও সাধারণ পরিবারেও তা স্বরাজ-এর দরকার হতে পারে। বাষট্টি বছর ধরে সময় গড়িয়েছে, কখনও দুই জনের মত মিলেছে, কখনও বা মেলেনি, আলোচনার সুযোগ অনেক সময় হয়নি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিধায়ক আশীষ দাস লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে অবস্থানরত দরিদ্র অংশের মানুষগুলির সাথে কথা বলেন মঙ্গলবার। ছবি- নিজস্ব।

দু-একদিনের মধ্যেই বরাকবঙ্গকে 'অসম ভাষা গৌরব' প্রকল্পের আর্থিক অনুদান, কৃপা-কৃষ্ণেন্দু-রাজদীপকে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দু-এক দিনের মধ্যেই 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন'-কে 'অসম ভাষা গৌরব' প্রকল্পের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে, আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। পাশাপাশি চা জনজাতির ভরতি-বঞ্চিত পাঁচ মেডিক্যাল ছাত্রের সমস্যা সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অসমের স্থানীয় ভাষা রক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য নিয়জিত ২১টি সাহিত্য সভাকে 'অসম ভাষা গৌরব' প্রকল্পের আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে রাজ্য সরকার। অথচ এই প্রকল্প-প্রাপক ২১টি সংগঠনের তালিকায় বরাক উপত্যকার কোনও বাংলাভাষী সংগঠনের স্থান হয়নি। এমন-কি বাংলা ভাষা ও বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষায় দীর্ঘদিন থেকে নিরলসভাবে নিয়োজিত 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন'-এর ভাগ্যে এই প্রকল্পের অধীনে একটি টাকাও বরাদ্দ করেনি রাজ্য। এ-নিয়ে বরাক উপত্যকার সচেতন মহলে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখেই শুধু বরাক ও বাঙালিপ্রীতি দেখান। বাস্তবে বিজেপি সরকার যে বাঙালি বিদ্বেষী, এই আওয়াজ সমগ্র বরাক জুড়ে প্রবল আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে স্পর্শকাতর এই বিষয়টি নিয়ে বরাকের জনমনে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। তা আঁচ করতে পেরে তড়িঘড়ি করে সোমবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে তাঁর দফতরে দেখা করেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং রাজদীপ গোয়ালা।

'অসম ভাষা গৌরব' প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের তালিকায় বরাকের কোনও বাঙালি সংগঠনের স্থান হয়নি। এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে সবিস্তারে তুলে ধরেন কৃপা-কৃষ্ণেন্দু-রাজদীপ। তাঁদের কাছ থেকে বিষয়টি অবগত হয়ে, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনকে এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অনুদান দেওয়ার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, দু-এক দিনের মধ্যেই বরাকবঙ্গকে তাদের প্রাপ্য অনুদান তুলে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে চা জনজাতির ভরতি-বঞ্চিত পাঁচ মেডিক্যাল ছাত্রের সমস্যা সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। উল্লেখ্য, 'অসম ভাষা গৌরব' প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন ভাষিক সাহিত্য সভাকে সরকার অনুদান দিয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্প প্রাপকদের তালিকায় বরাকের কোনও সংগঠনের স্থান হয়নি। একে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গুয়াহাটিতে অবস্থানরত কৃপানাথ মালাহ, কৃষ্ণেন্দু পাল এবং রাজদীপ গোয়ালা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সম্মেলন এই প্রকল্পের অনুদান থেকে বঞ্চিত থাকার কথা নয়। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরারও প্রয়োজন ছিল না। প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিখিত আবেদন জানানোর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন সহ রাজ্যের কোনও বাঙালি সংগঠন এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন জানায়নি।

তাই এর জন্য সরকারকে দোষারোপ করা বা বাঙালিদের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ উত্থাপন করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অর্থহীন বলে মনে করেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি অবগত হয়ে দু-এক দিনের মধ্যেই বঙ্গসাহিত্যের আবেদন বিবেচনায় নিয়ে অনুদান রাশি তুলে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অযথা নোংরা রাজনীতি না করে বাস্তব তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু।

ফালাকাটায় আদিবাসী গণবিবাহে নাচলেন মুখ্যমন্ত্রী

ফালাকাটা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পায়ে পা মিলিয়ে হাতে হাত ধরে নাচের আসরে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিবাসী গণবিবাহের অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ করলেন ২২৫ নবদম্পতিকে। কার্যত একদম বিরল না হলেও উত্তরবঙ্গের বুকে দ্বিতীয়বার আবারও মুখ্যমন্ত্রীর নৃত্যরত ছবি ধরা পড়ল। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় ছিল আদিবাসীদের এই গণবিবাহের অনুষ্ঠান। সেখানেই তিনি আদিবাসী শিল্পীদের সঙ্গে আদিবাসী নৃত্যে যোগ দেন। ৪ দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গতকালই শিলিগুড়ি গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় তিনি যোগ দেন একটি আদিবাসী গণবিবাহের অনুষ্ঠানে। আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই গণবিবাহের অনুষ্ঠানে এদিন ৪৫০জন যুবক-যুবতীর বিয়ে দেওয়া হয়। এই ২২৫ নবদম্পতির হাতে এদিন রাজ্য সরকারের তরফে নানান উপহার তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আদিবাসী দম্পতিদের হাতে শাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি তুলে দেন। এছাড়াও নবদম্পতিদের উপহার হিসাবে দেওয়া হয় বাসনপত্তর, সাইকেল ও সেলাই যন্ত্র। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মা উড়ালপুলে ফের দুর্ঘটনা, আহত মোটরবাইক আরোহী

কলকাতা,২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সপ্তাহের শুরুর দিনেই দুর্ঘটনা ঘটে মা উড়ালপুলে। সেই দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে। মঙ্গলবার সাত সকালে দুর্ঘটনা ঘটে মা উড়ালপুলে। অফিস যাত্রীর মোটরবাইকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। পার্ক সার্কাস থেকে এসএসকেএম-র দিকে যাওয়ার পথে এক অফিস যাত্রীর মোটরবাইকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। এরপর কোনও মতে মোটরবাইক থেকে লাফিয়ে নিজের প্রাণে বাঁচাতে সক্ষম হন ওই আরোহী।

গতকালই মা ফ্লাইওভারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ফোনালাপ করতে গিয়ে বিপদের মুখে পরে চালক। পেছন থেকে আসা গাড়ির ধাক্কায় ফ্লাইওভার থেকে বাইক-সহ নীচে পড়ে যায় আরোহী। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে।

দেদার বালু পাচার, কাটাখালে নদীভাঙন, উন্নয়ন নেই এলাকায়, ভোট বয়কটের ডাক শালচাপড়ার ক্ষুব্ধ জনতার

কাটাখাল (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : লাগাতার কাটাখাল ও বরাক নদী থেকে বালু উত্তোলন ও পাচারের ফলে নদী তীরবর্তী এলাকায় ভাঙনের সৃষ্টি হচ্ছে। নদী ভাঙনের জন্য এলাকার জনজীবন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। নদী ভাঙন রোধে নেই কোনও পদক্ষেপ। এছাড়া নেই উন্নয়নমূলক কাজের কোনও তাগিদ। এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে গ্রামবাসীরা বার-কয়েক দৌড়ঝাঁপ করেছেন জনপ্রতিনিধি থেকে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের দুয়ারে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। শেষ মেষ বাধ্য হয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন শালচাপড়ার ক্ষুব্ধ জনগণ। শালচাপরা দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের বাসিন্দারা এবার ভোট বয়কট করবেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে স্পষ্ট জানিয়েছেন। ক্ষুব্ধ জনতার অভিযোগ, বিজেপি সরকারের আমলে বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। কিন্তু শালচাপরা দ্বিতীয় খণ্ড এলাকায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না। গ্রামবাসীরা কাটাখাল নদী ভাঙন প্রতিরোধের জন্য অনেকবার সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু সরকার তাঁদের আবেদনে সাড়া দেয়নি। এদিকে বালু পাচারকারীরা কাটাখাল নদী থেকে লাগাতার বালু পাচার করছে। যার ফলে কাটাখাল নদী তীরবর্তী এলাকা ভেঙে নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে স্থানীয় জনগণ কাছাড়ের জেলাশাসককের কাছে বালু পাচারের প্রমাণসাপেক্ষ ছবি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণ তুলে ধরেছেন। কাটাখাল নদী থেকে কীভাবে অবৈধভাবে বালু পাচার চলছে তার বিস্তারিত তথ্য সহকারে স্থানীয় জনগণ হাইলাকান্দি জেলার ডিএফও-র কাছে লিখিত নালিশ জানিয়েছেন। কিন্তু তার পরও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেননি। তাই এলাকার জনগণ বাধ্য হয়ে ভোট বয়কট করবেন বলে জানিয়েছেন।

ভিওয়ান্ডিতে বহুতল ভেঙে মৃত্যু বেড়ে দুই, ৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

থানে (মহারাষ্ট্র), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডি শহরে গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল দুই। গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় আহত ৬ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে, গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৪ জনের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে নারপোলি থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪ (২), ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৭ এবং ৩৪ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

সোমবার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে মানকোলি নাকার কাছে ভিওয়ান্ডির হরিহর কম্পাউন্ডে অবস্থিত একটি একতলা গোডাউন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সোমবারই মৃত্যু হয়েছিল গোডাউনের একজন রক্ষীর। মঙ্গলবার সকালের মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল দুই। আহত ৬ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সোমবার রাতেই গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন গোডাউনের মালিক সূর্যকান্ত পাটিল, রামচন্দ্র পাটিল এবং মহানন্দ পাটিল। যে কোম্পানি ওই গোডাউন তৈরী করেছিল সেই কোম্পানির একজনের নামেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। যদিও, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

বুধবার দ্বিতীয় দফার টিকা কলকাতার মেডিক্যাল কলেজগুলিতে

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বুধবার থেকে দ্বিতীয় দফার ভ্যাকসিন টিকাকরণ প্রক্রিয়া হতে চলেছে রাজ্যে।

কোভ্যাক্সিনের তৃতীয় স্তরের মহড়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় এই টিকার ওপর আস্থা প্রকাশ করেন নি চিকিৎসকমহলের একাংশ। কিছুদিন আগেও দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে একজন চিকিৎসক টিকা নিতে অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি ছিল, মহড়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত টিকা নিলে তা থেকে পার্শপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর পরেই শুরু হয় বিতর্ক। প্রতি টিকা গ্রহণকারীকেই সই করাতে হবে সম্মতিপত্রে। এমনটাই নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

কোভিশিল্ড-কোভ্যাক্সিনের দ্বৈরথ ঘিরে তৈরি বিতর্কে ইতি টানতে ইতিমধ্যে দু'টি ওয়েবিনারের আয়োজন করে স্বাস্থ্য ভবন। কোভ্যাক্সিনে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের যে আস্থা রয়েছে, তা আলোচনার মঞ্চে কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর রাজ্যে কোভ্যাক্সিন বণ্টন শুরু হওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, বুধবার থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ গুলিতেই হবে টিকাকরণ প্রক্রিয়া। একথা আগেই জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী। এবার সেই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই শুরু হল তোড়জোড়। সূত্রের খবর, কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল, এনআরএস ও আরজি কর ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ মিলিয়ে মোট ৬০ জনকে দেওয়া হবে এই টিকা। প্রতিটি কেন্দ্রেই ২০ জন স্বাস্থ্যকর্মী এই টিকা নিতে পারবেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হাসপাতালেই বাঁটুল আঁকলেন অসুস্থ নারায়ণ দেবনাথ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অসুস্থতার কারণে দিন কয়েক ধরে শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তিনারায়ণ দেবনাথ। তাঁর মস্তিষ্কের সক্ষমতা পরীক্ষা করতে হাসপাতালে বসেই বাঁটুলের ছবি আঁকতে বলেন চিকিৎসক। এর মাধ্যমেই পরীক্ষা করা হবে, শিল্পীর মস্তিষ্ক থেকে বেরোনো সঙ্কেত পৌঁছচ্ছে কি না তাঁর শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। আর, এই পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হলেন সদ্য পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত ৯৬ বছরের নারায়ণবাবু। হাসপাতালের বিছানায় বসে 'বাঁটুল দি গ্রেট'-এর ছবি আঁকলেন লেখক-শিল্পী। মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োয় দেখা গেল সেই দৃশ্য। পরনে হাসপাতালের দেওয়া জামা। চুল এলোমেলো। চেহারাতেও তাঁর অসুস্থতার ছাপ স্পষ্ট। তবু পরীক্ষার খাতায় মন দিয়ে রেখা টানতে দেখা গেল শিল্পীকে। ঠিক যেন নতুন কোনও কাজ নিয়ে বসেছেন তিনি।ভিডিয়োয় দেখা গেল, বাঁটুল এখনও তাঁর নখদর্পণেই! বয়স এবং অসুস্থতার কারণে, ছবি আঁকার সময়ে নারায়ণবাবুর হাত কিছুটা কাঁপছে ঠিকই। তবে কার্টুনের রেখায় এখনও ভুল হয় না 'বাঁটুল দি গ্রেট', 'হাঁদা ভোঁদা', 'নন্টে ফন্ট'-এর সৃষ্টিকর্তার। গত ২৫ জানুয়ারি বর্ষীয়ান শিল্পীকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র সরকার। সেদিন থেকেই নারায়ণ দেবনাথের শারীর খারাপ ছিল। ঠান্ডা লেগেছিল তাঁর। সর্দির কারণে বুকে কফও জমেছে। বার্ধক্যজনিত নানা অসুখ-বিসুখও শরীরে দানা বেঁধেছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। এর দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। বাংলা কমিকসের জগতে নারায়ণ দেবনাথের আগমন দেব সাহিত্য কুটিরের সম্পাদক মণ্ডলীর উৎসাহে।

এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু যুবকের, গাফিলতি নিয়ে ক্ষুব্ধ পরিবার

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বহু হাসপাতাল ফিরিয়ে দিয়েছিল দুর্ঘটনায় আহত শিলিগুড়ির বাসিন্দা এক যুবককে, শেষমেশ ভর্তি করা হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। কিন্তু, বাঁচানো সম্ভব হল না ওই যুবককে, মঙ্গলবার সকালে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসায় গাফিলতি নিয়ে সর্ব হয়েছে পরিবার। গত ২২ জানুয়ারি শিলিগুড়ির বাসিন্দা রতনচন্দ্র শীল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রথমে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রতন।

গত ২৫ জানুয়ারি তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে রেফার করা হয়। ২৬ জানুয়ারি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসে পরিবার। মৃতের পরিবার দাবি করেছে, তারপর এসএসকেএম, আরজি কর, এনআরএস ঘুরে ২৭ জানুয়ারি ভর্তি করা হয় সেই এসএসকেএম হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকালে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, ভর্তি করা হলেও তাঁর সঠিক চিকিতসা হয়নি। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছেন তাঁরা। এ নিয়ে এখনও এসএসকেএম হাসপাতালের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বুলন্দশহরে দু''টি ট্রাকের সংঘর্ষ, চাকায় পিষে মৃত দু''জন পিএসি জওয়ান

বুলন্দশহর (উত্তর প্রদেশ), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মোতায়েন ছিলেন বেশ কয়েকজন প্রাদেশিক আর্মড কন্সট্যাবুলারি (পিএসি) জওয়ান। মঙ্গলবার সকালে বেপোরয়া ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে অকালেই মৃত্যু হল দু''জন পিএসি জওয়ানের। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু''জন পিএসি জওয়ান। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের সিকান্দ্রাবাদ এলাকায়। মৃত দু''জন পিএসি জওয়ানের নাম-প্রবীণ কুমার (২২) এবং প্রবীণ কুমার (২১)। তাঁদের বাড়ি গাজিয়াবাদে। দু''জন জওয়ান পিএসি-র ৩৮ ব্যাটেলিয়ন আলিগড়ের সদস্য ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় দু''জন জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার (শহর) সুরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে সিকান্দ্রাবাদ এলাকায় দু''টি ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, এরপর একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু''জন কর্তব্যরত পিএসি জওয়ানকে চাকায় পিষে দেয়। দুর্ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আহত অবস্থায় আরও দু''জন পিএসি জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অসমের দুটি কাগজকলকে পুনরুজ্জীবিত করার দাবিতে ফের আন্দোলন ভুক্তভোগীদের, ৩ ফেব্রু মোমবাতি মিছিল এবং ৪ ফেব্রু অবস্থান ধর্মঘট

জাগিরোড (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের দুটি কাগজকলকে 'হিটলারের নরহত্যার কোঠা' আখ্যা দিয়ে ফের আন্দোলনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন ভুক্তভোগী শ্রমিক-কর্মচারীবৃন্দ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কাগজকল দুটি অতি শীঘ্র পুনরুজ্জীবিত করা এবং বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে ৩ ফেব্রুয়ারি মোমবাতি মিছিল এবং ৪ ফেব্রুয়ারি অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করা হবে।

জাগিরোড পেপার মিলে ইউনিয়নের নেতা মানবেন্দ্র চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা সরকারের অবজ্ঞা ও খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। সরকারি বঞ্চনা ও অবহেলার ফলশ্রুতিতে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের অধীন দক্ষিণ অসমের পাঁচগ্রামে কাছাড় পেপার মিল এবং মধ্য অসমের জাগিরোডে নগাঁও পেপার মিল দুটি দীর্ঘদিন থেকে অচল হয়ে পড়ে আছে। পেপার মিল দুটিকে পুনুরুজ্জীবিত করে তোলার দাবিতে ফের আন্দোলনে নামছেন নগাঁও কাগজকলের কর্মচারীরা। অসমের দুটি কাগজকলকে 'হিটলারের নরহত্যার কোঠা' আখ্যা দিয়েছেন ভুক্তভোগী শ্রমিক-কর্মচারীরা। সরকারি নির্যাতনে রাজ্যের দুই কাগজ কলের ইতিমধ্যে ৮০ জন শ্রমিকের অকালমৃত্যু ঘটেছে। চূড়ান্ত অর্থ সংকটের সম্মুখীন হয়ে বেতনহীন অবস্থায় অর্ধাহারে অনাহারে দিনযাপন করছেন অসংখ্য মানুষ। এমন-কি কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করতে পারছেন না কর্মচারীরা। ফলে বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততির পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

তাই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বিবেচনা করেই কাগজকল দু'টি চালুর দাবিতে ফের আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানান কর্মচারী তথা ইউনিয়নের নেতারা। সোমবার কাগজকলের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ফর রিকগনাইজড ইউনিয়নস নতুন প্রতিবাদী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ইউনিয়নের নেতা মানবেন্দ্র চক্রবর্তী জানান, বিগত প্রায় ৪৮ মাস ধরে ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত নগাঁও এবং কাছাড় কাগজ কলের কর্মচারীরা। যার ফলে বিনা বেতনে অনাহারে-অর্ধাহারে ইতিমধ্যে ৮০জন শ্রমিকের অকালমৃত্যু ঘটেছে। বহু প্রতিবাদ আন্দোলনের পরও কাগজকল দুটি খোলার কোনও ব্যবস্থা করেনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ, বিগত নির্বাচনের আগে বিজেপির অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল ক্ষমতায় এলে কাগজকল দুটি পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালও যে কোনও পরিস্থিতিতে কাগজ কল পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যা বাস্তবায়িত করেননি বলে অভিযোগ তুলে ফের বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলি। কাগজকল দুটি অতি শীঘ্র পুনরুজ্জীবিত করা এবং বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে ৩ ফেব্রুয়ারি মোমবাতি মিছিল এবং ৪ ফেব্রুয়ারি অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কর্মচারী সংগঠন।

কাছাড়ের জালালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যাহত চিকিৎসা পরিষেবা, যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে স্মারকপত্র

কাটিগড়া (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাটিগড়া বিধানসভা এলকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা জালালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মীহীনতায় অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা ধারণ করছে। সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়ে পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চল তথা পশ্চিম কাটিগড়ার ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গরিব অসংখ্য মানুষের ন্যায্য অধিকার স্বাস্থ্য পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদান করতে হাসপাতালের প্রতিটি শাখায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার কাছাড় জেলা যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছে এলাকার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কুশিয়ারকুল নেতাজি সংঘ।

নেতাজি সংঘের সভাপতি প্রীতম পাল, সম্পাদক মনোধীর দাস এবং অমিত পাল এদিন জেলা যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা সুদীপজ্যোতি দাসের কাছে স্মারকপত্র তুলে দেন। তাঁরা ক্ষোভ ব্যক্ত করে যুগ্ম অধিকর্তাকে স্পষ্ট জানিয়েছেন দীর্ঘদিন থেকে হাসপাতালে নেই কোনও চিকিৎসক, নেই নার্স, নেই অ্যাম্বুলেন্স, নেই চালক, নেই কোনও সাফাইকর্মী। ফলে কার্যত বর্তমানে হাসপাতালটি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। নেতাজি সংঘের কর্মকর্তারা ক্ষোভ ব্যক্ত করে আরও বলেন, বৃহত্তর এলাকার অসংখ্য গরিব দিনমজুর স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এছাড়া চিকিৎসকের অভাবে আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে জখম রোগী ও গর্ভবতী প্রসূতি মহিলাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

তাঁরা বলেন, শুধুমাত্র এনএইচএম-এর এক বছরের শর্তসাপেক্ষ একজন চিকিৎসক জালালপুর হাসপাতালে নিয়োজিত থাকলেও তাঁর চুক্তির মেয়াদ শিগগির সমাপ্ত হবে। এছাড়া অন্য হাসপাতাল থেকে যাঁরা অ্যাটাচমেন্ট রয়েছেন জালালপুর হাসপাতালে তাঁদের কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে টিঁকির নাগাল পাওয়া যায় না, অভিযোগ নেতাজি সংঘের কর্মকর্তাদের। তাই ব্যাহত চিকিৎসা পরিষেবার দরুন গরিব মেহনতি মানুষদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে পরিস্থিতি বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছে। আর এজন্য সীমান্তবর্তী এলাকার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে প্রশাসন ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন বলে স্মারকপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে রাজ্যের প্রভাবশালী নেতা তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে ব্যাপক তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন। কিন্তু কাছাড় জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল জালালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে বিভাগীয় উদাসীনতায় এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আশু পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন নেতাজি সংঘের কর্মকর্তারা।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র স্কুলে এনএসএসের শিবিরের উদ্বোধন করেন। মঙ্গলবার। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা উন্নত করতে

মানুষ হিসেবে অন্যকে আকর্ষণ করতে চাইলে নিজের ভেতরের শক্তি জাগিয়ে তুলুন।

প্রতিটা মানুষই নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা ও উপস্থাপন করতে চায়। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সম্পর্ক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা উন্নত করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ: পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও নিজের জীবনে ঘটা ভালো ঘটনাগুলোকে মনে রেখে নিজের মাঝে ইতিবাচক মনোভাব ধারন করুন ও তার বহিঃপ্রকাশ করুন। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা: খুব বেশি বিরক্ত, সুখী বা দুঃখ পাবেন না। নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখুন। উত্তম শ্রোতা: অন্যেরা কী বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং নিজের মতামত ও চিন্তা ভাবনা স্পষ্টভাবে অন্যের কাছে তুলে ধরুন। সম্পর্ক বজায় রাখুন: পরিবার পরিজন, বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করুন। সহানুভূতি অনুশীলন করুন: সবসময় সহানুভূতিশীলতা বজায় রাখুন। নিজেকে অন্যের স্থানে রেখে সম্পূর্ণ ঘটনা বিচার করে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

আত্মসচেতন হোন: নিজের শক্তি, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখুন। এটা আপনাকে সঠিক উপায়ে কাজ করতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা: কারও সঙ্গে কঠিন, অভদ্র বা রুক্ষ আচরণ করা ঠিক নয়। নিজের মতামত বা সিদ্ধান্ত অন্যকে কষ্ট না দিয়েও সুন্দর ও সাবলীলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করুন।বাধা দেবেন না: অন্যের কথায় বাধা দেওয়া এক ধরনের অভদ্রতা। তাই সকলের কথা মনযোগ দিয়ে শুনুন ও নিজের বলার পালা এলে কথা বলুন।

দেহভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ: দেহভঙ্গি মানুষের আনন্দ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। তাই নিজের দেহভঙ্গির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনভাব ফুটিয়ে তুলুন।

ত্রিশের পরে নারীদের যেভাবে সময় কাটানো প্রয়োজন

জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কথায় বলে 'তিরিশে ফিনিশ'। তবে বর্তমান সময়ে সে কথা একেবারেই খাটে না। তরুণ বয়স থেকেই আয় উপার্যনের চিন্তা করে এখন নারীরা। জীবন গড়ার মাঝে সময় গড়িয়ে বয়স চলে আসে ত্রিশের কোঠায়। আর তাই এখন সময় নিজেকে একটু সময় দেওয়ার। ব্যস্ত জীবন তা চাকরি বা ঘরের কাজ যেটাই হোক- সময় বের করে নিজের খেয়াল দেওয়া উচিত। ত্রিশের পরে নারীদের জীবনে যে সকল বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেওয়া উচিত তা তুলে ধরা হল জীবনযাপক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে। বেড়াতে যাওয়া: সফলতার জন্য হয়ত দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বাড়ছে কাজের চাপ। এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে কিছুটা সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসা প্রয়োজন। এতে কাজে নতুন উদ্দীপনা পাওয়া যায় ও একঘেয়ে ভাব দূর হয়। এছাড়াও, সুন্দর জায়গায় তোলা ছবিগুলো পরে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা: পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ হতে বর্তমান প্রযুক্তি ও সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই সেমিনার, পেশাদার কোর্স, কার্যনির্বাহী শিক্ষা ডিগ্রি ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা ভালো। এতে সফলতার পথ সুগম হবে।

শখ ও আবেগ: এটা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য যে, পেশা জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শখকে বিসর্জন দিতে হয়। তাই কাজের ফাঁকে সময় বের করে পছন্দের কাজ করা উচিত। যা একঘেয়ে ভাব দূর করবে। ত্বকের সঠিক পরিচর্যা: প্রসাধনী ও সঠিক রূপচর্চার সামগ্রী কখনও ত্বকের ক্ষতি করে না। বয়স ত্রিশের পরে নিয়মিত ত্বক পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক আক্রান্ত হতে থাকে, বিবর্ণতা, ত্বকের মৃত কোষ দেখা দেয়। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। ত্বকের সার্বিক পরিচর্যা আর্দতা ধরে রাখে ও ত্বকের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে।

সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবত করা: ব্যস্ত জীবনে অবসর বের করে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেন। এতে জীবন আরও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তাই সময় বের করে সন্ধ্যায় পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান বা রাতে বাইরে খাবারের আয়োজন করুন। এতে সময় ভালো কাটবে, জীবনে ভালো স্মৃতি যোগ হবে। মনে রাখবেন যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসবে না। তাই সময়কে আনন্দঘন ও স্মৃতিবহুল করে তুলুন। ব্ল্যাক হোল সন্ধানী তিন পদার্থবিদের নোবেল জয় (৪

এই মহাবিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ঘেরা প্রপঞ্চ ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতিতে চলতি বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন তিন গবেষক।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গের গবেষণায় ৩ বিজ্ঞানীর নোবেল

এমনকি আইনস্টাইনেরও সন্দেহ ছিল রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস মঙ্গলবার এই পুরস্কারের জন্য যুক্তরাজ্যের স্যার রজার পেনরোজ এবং জার্মানির রাইনার্ড গেনসেল ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রেয়া গেজের নাম ঘোষণা করে। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর হল মহাকাশের এমন এলাকা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রচণ্ড যে সেখান থেকে কোনো কণা, এমনকি আলোর মত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গও বেরিয়ে আসতে পারে না। বিরাট আকৃতির কোনো নক্ষত্র যখন তার আয়ুষ্কাল শেষে চুপসে যায়, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রচণ্ড মাত্রা পায়, বিপুল পরিমাণ ভর সন্নিবেশিত হয় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আয়তনের ভেতরে, তখনই তা পরিণত হয় কৃষ্ণগহ্বরে। আলো বেরিয়ে আসতে পারে না বলে ব্ল্যাক হোল দেখাও যায় না। চারপাশে যে জায়গা পর্যন্ত ওই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকর থাকে, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। এর বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হতে পারে, ইভেন্ট হরাইজনে গিয়ে সময় বুঝি স্থির হয়ে আছে। স্যার রজার পেনরোজস্যার রজার পেনরোজজার্মান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা দেন, যা স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। তার ওই তত্ত্বেই ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের ধারণা আরো জোর পায়, যদিও আইনস্টাইন নিজেও এক সময় ওই তত্ত্ব 'ভুল' বলে ভাবতে শুরু করেন। তার মনে হয়েছিল, বাস্তবে ব্ল্যাক হোলের মত কিছু থাকা সম্ভব না। আইনস্টাইনের মৃত্যুর ১০ বছর পর ১৯৬৫ সালে তার সেই সংশয় দূর করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পদার্থবিদ রজার পেনরোজ।

গাণিতিকভাবে তিনি দেখিয়ে দেন ব্ল্যাক হোল সত্যিই থাকা সম্ভব। আর কীভাবে তা তৈরি হয়, তাও তিনি গাণিতিক সমাধানে দেখিয়ে দেন আইনস্টাইনের সেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পথ ধরেই।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের পর পেনরোজের ওই গাণিতিক সমাধানকেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। রাইনার্ড গেনসেলরাইনার্ড গেনসেলআন্দ্রেয়া গেজআন্দ্রেয়া গেজজার্মানির ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্সের গবেষক রাইনার্ড গেনসেল এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আন্দ্রেয়া গেজ ১৯৯০ এর দশকে আলাদা দুই দল জ্যোতির্বিদকে নিয়ে নজর রাখছিলেন আমাদের ছায়াপথের ঠিক মাঝামাঝি এলাকার একটি অংশে, যাকে বলা হয় 'স্যাগিটেরিয়াস ।

আরেক মহামারীর আগে বাদুড়ের ডেরায় 'ভাইরাস শিকারিরা'

গুহায় ঢোকার আগে ঝুঁকি এড়াতে হ্যাজমাট স্যুটে পুরো শরীর ঢেকে নিল বিজ্ঞানীদের ছোট্ট দলটি। তারা মুখ ঢাকলেন মাস্কে, হাতে পরে নিলেন পুরু গ্লাভস। শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি ঢেকে রাখতে এই বিশেষ ব্যবস্থা; নয়তো গুহার ভেতরে বাদুড়ের মলমূত্র গায়ে এসে পড়তে পারে। কে জানে হয়ত এর থেকেও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যেতে পারে প্রাণঘাতী কোনো অচেনা ভাইরাস!

বিজ্ঞানীদের এই দলটি কাজ করছেন ইকোহেলথ অ্যালায়েন্স নামের একটি মার্কিন এনজিওর হয়ে। অচেনা ভাইরাস শনাক্ত করে মহামারী ঠেকানোর চেষ্টাই তাদের কাজ। বিশেষায়িত এই সংস্থার হলেন প্রধান পিটার ডাসজাক, যার নেতৃত্বে বিজ্ঞানীদের দলটি মাথায় আটকানো হেলমেটের বাতি জ্বালিয়ে বাদুড়ের ডেরার মুখে বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে জালের ফাঁদ পেতে চলেছে। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উহান প্রদেশে চুনাপাথরে গড়া গুহায় বিজ্ঞানীদের হানা দেওয়ার এই রোমাঞ্চকর বর্ণনা উঠে এসেছে সিএনএনের এক প্রতিবেদনে।

সূর্যাস্ত হতেই খাবারের খোঁজে ডেরা ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে শুরু করে হাজার হাজার বাদুড়। কিন্তু গুহার বাইরে ডাসজাকের দলের বানানো জালের ফাঁদে আটকা পড়ে তারা। বিজ্ঞানীরা এরপর জাল গুটিয়ে আনেন, মৃদু চেতনানাশক ব্যবহার করে আটকা পড়া বাদুড়ের দলটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। তারপর বাদুড়ের ডানার ধমনী থেকে সংগ্রহ করেন রক্ত। বাদুড়ের মুখের লালা এবং মলও এ সময় সংগ্রহ করা হয় বলে জানান ডাসজাক। তাকে একজন 'ভাইরাস শিকারি' হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সিএনএন। নতুন কোনো রোগের কারণ হতে পারে এমন প্যাথোজেনের তালাশে গত ১০ বছরে ২০টি দেশে বাদুড়ের ডেরায় ডেরায় ঘুরেছেন এই বিজ্ঞানী।

উদ্দেশ্য একটাই, হঠাৎ মহামারীর মত ছড়িয়ে বিশ্বকে কাবু করার আগেই প্যাথোজেনকে শনাক্ত করা। মূলত করোনাভাইরাসের বিভিন্ন প্রজাতির খোঁজে রয়েছেন ডাসজাক। তিনি বলেন, "আমরা এর মধ্যে ১৫ হাজারের বেশি নমুনা নিয়েছি বাদুড় থেকে; আর সেখান থেকে ৫০০ রকমের নতুন করোনাভাইরাস শনাক্ত করেছি।" এর মধ্যে একটি নতুন করোনাভাইরাস তারা ২০১৩ সালে চীনের এক গুহায় পেয়েছিলেন, যেটি কোভিড-১৯ এর জন্য দায়ী ভাইরাসের পূর্বসূরী হয়ে থাকতে পারে। করোনাভাইরাসের খোঁজে ষাটের দশকে দুই ধরনের করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলো মানুষে সংক্রমিত হয়। কিন্তু ২০০৩ সালে সার্স মহামারীর আগে করোনাভাইরাস নিয়ে গবেষণা খুব বেশি আগ্রহ জাগায়নি।

ভাইরোলজিস্ট ওয়াং লিনফার ভাষায়, মেডিকেল গবেষণায় করোনাভাইরাস তেমন কোনো আবেদন জাগাতে পারেনি।

ইকোহেলথ অ্যালায়েন্স যেসব নমুনা সংগ্রহ করে, সেগুলো বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত 'টুল' সিঙ্গাপুরের ডিউক-এনইউএস মেডিকেল স্কুলের গবেষক ওয়াং লিনফারই তৈরি করে দিয়েছেন। ২০০৯ সালে ইউএসএআইডির তহবিলে একটি বিশেষ প্রকল্প শুরু করে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিস, ইকোহেলথ অ্যালায়েন্স, স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট, ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি এবং ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক কোম্পানি মেটাবলিয়া, যারা একটি এপিডেমিক ট্র্যাকার তৈরি করেছে। তাদের ওই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'প্রেডিক্ট'। প্রাণী থেকে মানুষে ছড়াতে পারে, এমন নতুন ধরনের রোগ ও এর জন্য দায়ী ভাইরাস শনাক্ত করাই এর কাজ, যা করতে হবে রোগী মানুষের দেহে ছড়াতে শুরু করার আগেই। যাত্রা শুরুর পর গত দশ বছরে ২০ কোটি ডলারের তহবিল পেয়েছে এ প্রকল্প। আর গবেষকরা শনাক্ত করেছেন নতুন পাঁচ ধরনের করোনাভাইরাস, যেগুলো মহামারীর কারণ ঘটাতে পারে। এর মধ্যে কোভিড-১৯ এর জন্য দায়ী নতুন করোনাভাইরাসও রয়েছে। পিটার ডাসজাক বলছেন, বিভিন্ন প্রজাতির বাদুড় ১৫ হাজার রকমের করোনাভাইরাসের পোষক হিসেবে কাজ করে, তার মধ্যে মাত্র কয়েকশর তত্ত্ব-তালাশ মানুষ এ পর্যন্ত জানতে পেরেছে। ডাসজাকের সংস্থা চোখ রেখেছিল চীনের ইউনান প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় ওই চুনাপাথরের গুহার দিকেই, কারণ সেখানে রয়েছে বাদুড়ের বিরাট বসতি। "আমরা চীন থেকে গবেষণা শুরু করেছিলাম, কারণ সার্সের উৎস খোঁজাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। তারপর আমরা বুঝতে পারি, করোনাভাইরাসের আরও শত শত ধরন রয়েছে যা নতুন গবেষণাটি হয়েছে আক্রান্ত কিন্তু উপসর্গ প্রকাশ পায়নি এমন মানুষদের দেহে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া দেখতে। গবেষকরা চীনের ওয়াংজু অঞ্চলের উপসর্গ ছাড়া আক্রান্ত ৩৭ জনের সঙ্গে উপসর্গসহ সমসংখ্যক আক্রান্তের তুলনা করেছেন। তারা দেখেছেন যে যাদের উপসর্গ ছিল না তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া উপসর্গসহ আক্রান্তদের চেয়ে দুর্বল। এ গবেষণায় অবশ্য নমুনার আকার ছোট। আর গবেষকরা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম ইমিউন সেলের নিজস্ব সুরক্ষা ব্যবস্থাকে হিসেবে ধরেননি। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে কোষীয় পর্যায়েও দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট অ্যাঞ্জেলা রাসমুসেন বলেন, "বেশিরভাগই সাধারণত 'টি সেল ইমিউনিটি' সম্পর্কে অবগত নন। তাই বেশিরভাগ আলোচনার কেন্দ্রে থাকছে অ্যান্টিবডির মাত্রা।"

ভাইরাসে মারতে সক্ষম 'টি সেল' ছাড়াও আক্রান্তদের দেহে 'বি সেল' তৈরি হয়। 'বি সেল' এর কাজ হচ্ছে প্রয়োজনের সময় অ্যান্টিবডি তৈরির প্রক্রিয়ার গতি বাড়ানো। করোনাভাইরাসের অ্যান্টিবডিগুলো নিয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা চালানো মাউন্ট সিনাইয়ের আইকান স্কুল অফ মেডিসিনের ভাইরোলজিস্ট ফ্লোরিয়ান ক্র্যামার বলেন, "যদি 'বি সেল' আবার ভাইরাসের উপস্থিতি টের পায় তবে তারা তাদের স্মৃতি থেকে খুব দ্রুত অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি করতে শুরু করে।" চীনা গবেষণায় দেখা গেছে, ভাইরাসের প্রোটিনের বিরুদ্ধে কাজ করা কিছু অ্যান্টিবডি শনাক্তযোগ্য মাত্রার নিচে চলে গেছে। কিন্তু করোনাভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে আক্রমণ করতে সক্ষম আরেক সেট অ্যান্টিবডির উপস্থিতি রয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার নেচার সাময়িকীতে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়, কম মাত্রায় উপস্থিত থাকলেও অ্যান্টিবডিগুলো ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে যথেষ্ট। করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশের অসুস্থতার বাহ্যিক লক্ষণ কখনোই দেখা না যেতে পারে।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে আন্দ্রেয়া গেজ হলেন চতুর্থ নারী, যিনি পদার্থবিদ্যায় এ পুরস্কার পাচ্ছেন

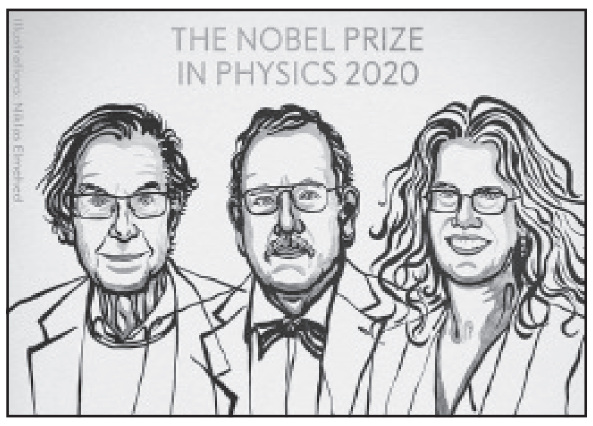

নাসার তোলা চিত্রে শুক্র গ্রহ মহাবিশ্বে এই পৃথিবী ছাড়া কোথায় প্রাণের অস্তিত্ব? তা খুঁজতে মানুষের চোখ বারবার মঙ্গলগ্রহে ছুটলেও খবর এসেছে শুক্র গ্রহ থেকে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের এই গ্রহটিতে মেঘে ফসফিন গ্যাস দেখতে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যা প্রাণের অস্তিত্বের বিষয়ে তাদের আশাবাদী করে তুলেছে। সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে এমন কোনো প্রামাণ্য তথ্য এখনও মেলেনি; কিন্তু পৃথিবীতে ফসফিন গ্যাস উৎপাদনে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকার কথা মাথায় রেখে তারা ভাবছেন, তাহলে শুক্র গ্রহেও তেমন কোনো অনুজীব থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রয়টার্স জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক গবেষক দল প্রথমে হাওয়াই দ্বীপে স্থাপিত জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল টেলিস্কোপে শুক্র গ্রহের মেঘপুঞ্জে ফসফিন গ্যাস দেখতে পান। এরপর চিলির আতাকামা মুরুভূমি থেকে এএলএমএ রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে তা নিশ্চিত হন। "এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত, স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতোও বটে," বলছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গেন গ্রেভস। এই আবিষ্কার নিয়ে নেচার অ্যাস্ট্রনমি সাময়িকীতে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে, তার মূল লেখক যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির এই গবেষক। ফসফিন হল ফসফরাস ও হাইড্রোজেন মিলে গঠিত একটি রাসায়নিক যৌগ। পৃথিবীতে কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রাকৃতিকভাবে ফসফরাসের সঙ্গে হাইড্রোজেনের মিলন ঘটিয়ে এই গ্যাস তৈরি করে। তবে পৃথিবীতে রসায়নাগারে কিংবা কারখানায় না হয় ফসফিন গ্যাস তৈরি করা যায়, কিন্তু শুক্রে তো কোনো কারখানা নেই। তাহলে শুক্র গ্রহের পৃষ্ঠের ৫০ কিলোমিটার উপরে মেঘরাশির মধ্যে এই ফসফিন কেমন করে এল? যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মলিকুলার পদার্থবিদ কার্লা সোস-সিলভা বলেন, "আমাদের এই আবিষ্কারের ব্যাখ্যা যদি করতে হয়, তবে আমি সবার আগে বলব প্রাণ। "এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, যদি এটা ফসফিনই হয়, তবে তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে এর পেছনে প্রাণ আছে। তার মানে আমরা একা নই।" বিশাল এই মহাবিশ্বে মানুষের আবিষ্কারের পরিধি দিয়ে বিচার করলে পৃথিবী এখনও নিঃসঙ্গ এক গ্রহ। সৌরজগতের এই গ্রহটিতেই কেবল এখন অবধি প্রাণের সন্ধান মিলেছে।

তবে মহাবিশ্বের আর কোথাও প্রাণ রয়েছে কি না, তা নিয়ে বছরের পর বছর গবেষণা চললেও কোনো তথ্য এখনও মেলেনি। এর মধ্যেই আশা জাগানিয়া তথ্য এল কাছের শুক্র গ্রহ থেকে; যে গ্রহটি শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা নামে পৃথিবীর আকাশে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে উদিত হয়, যার নাম পৃথিবীর মানুষ দিয়েছে গ্রিক পুরানের প্রেমের দেবী ভেনাসকে স্মরণ করে।

শুক্র গ্রহ পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের অনেক কাছে বলে এর তাপমাত্রা অনেক বেশি। এর পৃষ্ঠে ৪৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো তাপমাত্রায় কোনো জীবের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দেখেন না বিজ্ঞানীরা।

তবে শুক্রের পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে অনেক উপরে যেখানে কিনা তাপমাত্রা পৃথিবীর মতোই ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানে ফসফিন গ্যাসের এই আবরণের পেছনে কোনো অনুজীবের অবদান উড়িয়ে দিয়ে পারছেন না তারা। শুক্রের মেঘে ফসফিন গ্যাস কোনো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কিংবা অন্য কোনো ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে কি? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তার পক্ষেও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি বিজ্ঞানীরা।

শরীরচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ের ভুল প্রত্যাশা

ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েই দ্রুত ফল পাওয়ার আশা করা ভুল। ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যায়াম করতে হবে। হয়ে গেলেন ব্যায়ামাগারের সদস্য। প্রথম দিন থেকেই সুঠাম দেহের স্বপ্ন নিয়ে শরীরের ওপর অতিরিক্ত ধকল দিলেন। কিন্তু একসময়ে দেখলেন তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে হতাশা, একসময় ব্যায়ামাগারে যাওয়ার আর সময় হয়না। নতুন ব্যায়ামাগারে যোগ দেওয়া সিংহভাগ মানুষের সঙ্গে এই কথাগুলো মিলে যাবে। ভাবছেন ভুল কোথায় হল?

শরীরচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল সেই ব্যাপারেই। শুরুতেই ভারোত্তলন: ব্যায়ামাগার শুনলেই মানুষের চোখে ভাসে বিশাল যন্ত্রে ভারি ওজন নিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যায়াম করতে থাকা পেশিবহুল মানুষ। ফলে ভর্তি হয়ে আপনার মন পড়ে থাকে একপাশে সাজিয়ে রাখা 'ডাম্বেল'গুলোর দিকে। আর আপনি যখন সামান্য বুকডন কিংবা দড়িলাফ দিচ্ছেন তখন আশপাশের পেশিবহুল সদস্যরা ভারোত্তলন নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। তা দেখে যেন জেদ চেপে বসে। একদিন প্রশিক্ষকের দেওয়া রুটিন ছেড়ে আপনি ডাম্বেল ধরেই ফেলেন। ওজন তুললেই আপনার দুদিনের মধ্যেই যেন আপনার বিশাল পেশি হবে।

ভুলটা এখানেই। শরীরচর্চা শুরুর প্রাথমিক দিনগুলোতে আপনাকে 'কার্ডিও', 'ফ্রি হ্যান্ড' ইত্যাদি ব্যায়াম করে আগে শরীরের ভিত্তি গড়তে হবে। আর ওজন নিয়ে ব্যায়াম করার সঠিক পদ্ধতি 'পশচার' না জানলে শুধু ভারোত্তলন কোনো উপকারে আসবে না, বরং আঘাত পেতে পারেন। ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে: ব্যায়ামাগারে সকল সদস্যের একটা নির্দিষ্ট রুটিন আছে। সেই রুটিনের বাইরের বেশি ব্যায়াম করলেই দ্রুত শরীর গড়ে উঠবে এমনটা ভাবা আরেকটি ভুল ধারণা। এমনকি রুটিনের সবটুকু ব্যায়াম প্রথম দিন থেকে করতেও নিষেধ করেন অনেক প্রশিক্ষক। তাই যে রুটিন দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে। যে সপ্তাহে পুরো রুটিন সহজেই শেষ করে ফেলতে পারবেন, তখন প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে রুটিন পরিবর্তন নিয়ে। এভাবেই ধাপে ধাপে শরীর গঠনের দিকে এগোতে হবে ক্রমান্বয়ে।

খাদ্যাভ্যাস আর ওজনের দিকে নজর না দেওয়া: শুধু ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্তণ কিংবা সুঠাম দেহ কোনোটাই পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। ব্যায়ামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রতিদিন। শুরুতে এই ভুলটা অনেকেই করেন। প্রচুর ব্যায়াম করেন ঠিক। কিন্তু যে খাদ্যাভ্যাসের কারণে আপনার ওজন বেড়েছে সেটাই পরিবর্তন করা হয় না। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন কী খাচ্ছেন, কতটুকু ক্যালরি গ্রহন করছেন তার তালিকা রাখা জরুরি। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে আনার পরও সেই তালিকা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই নিজের শারীরিক উন্নতির হিসেবটা করতে পারবেন। দ্রুত ফল আশা করা: ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়ে তা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবত সবচাইতে বড় কারণ এটাই। প্রথম সপ্তাহ থেকেই আপনি আশা করছেন আর মাত্র কদিন, তারপরই দেখা দেবে টগবগে পেশি। শরীর গঠন একটা দীর্ঘ অধ্যাবসায়, যেখানে আছে বিভিন্ন চড়াই উতরাই। শরীরের ধরন ভেদে নুন্যতম ব্যায়ামের ফলাফল দেখতে হলে কমপক্ষে তিন মাস ব্যায়াম চালিয়ে যেতে হবে নিয়মিত। তাই অবাস্তব স্বপ্ন না বুনে প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিন, সেই মাফিক কাজ করুন, মনবল রাখুন দৃঢ়।

ত্রিপুরা স্টেট জমিয়ত উলেমা হিন্দের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন গেদুমিয়া মসজিদে। ছবি- নিজস্ব।

প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে যুবক খুন, কার্যত পুরুষশূন্য নারায়ণপুর

কালিয়াচক, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভরদুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি চলল। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে মালদহের কালিয়াচকে তাতে মৃত্যু হল এক যুবকের। গুলিবিদ্ধ আরও একজন।মঙ্গলবার দুপুরে কালিয়াচকের মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুরের ঘটনা। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় বাড়তি পুলিশ বাহিনী। বিকেল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তিন মহিলা সহ চার জনকে আটক করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কালিয়াচকের একসময়ের ত্রাস তুহুর আলি বিশ্বাসের আত্মীয়দের মধ্যে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। এদিন নারায়ণপুর এলাকায় বিবাদ নিয়ে দু"পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলার সময় আচমকাই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সেইসময় অন্য পক্ষের গুলিতে আহত হন তহুর বিশ্বাসের এক ছেলে সালাম আলি বিশ্বাস এবং এক পৌত্র নওয়াজ শরিফ বিশ্বাস। পরে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে মৃত্যু হয় গুলিবিদ্ধ নওয়াজ শরিফের (৩২)। গুলিবিদ্ধ সালাম এর পায়ের ওপরের অংশে গুলি লাগে।

কাবুলে পুলিশের গাড়িতে বিস্ফোরণ, সুরক্ষা বাহিনীর দু"জন জখম

কাবুল, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। মঙ্গলবার সকালে কাবুলের পিডি-২-এর অন্তর্গত জয়-ই-শির এলাকায় পুলিশের গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসীরা। বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর দু"জন জওয়ান। এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে পুলিশের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

মঙ্গলবার সকালে পিডি-২-এর অন্তর্গত জয়-ই-শির এলাকা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে। সন্ত্রাসীদের নিশানায় ছিল পুলিশের একটি গাড়ি। বিস্ফোরণে পুলিশের গাড়ি ভেঙে যায়। জখম হয়েছেন দু"জন জওয়ান। কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এখনও পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি। কী ধরনের বিস্ফোরক ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে

সিউড়ি , ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ঠিক যেন শেয়ানে শেয়ানে। হুমকির পাল্টা হুমকিতে উত্তপ্ত বীরভূম।নির্বাচন বহু দূরে তবুও বিজেপি ও তৃণমূল নেতাদের হুঙ্কারে উত্তপ্ত জেলা।

'বিজেপি যেন ভোটে প্রার্থী ঘোষনা করতে না পারে।' লাভপুরে তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নানের হুঙ্কার। অন্যদিকে সিউড়ি তে বিজেপি নেতা কালোসোনা মন্ডলের হুঙ্কার 'খেলা তো হবেই। লড়াই তো হবেই। গুলি তো চলবেই দেশদ্রোহীদের উপর গুলি চলবে। ' অন্যদিকে সরকারি পদে আসীন থেকে ও রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে দিচ্ছেন শ্লোগান! ইতিমধ্যেই অনুব্রত মণ্ডলের শ্লোগান 'এবার ভোটে ভয়ঙ্কর লড়াই হবে' তা বিপুল জনপ্রিয় হয়ে গেছে। এর পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে মঙ্গলবার বীরভূমের জেলা শাসক দফতরের সামনে দলীয় কর্ম সূচীতে যোগ দেন সদ্য সাসপেনশন প্রত্যাহার হওয়া বিজেপি নেতা কালোসোনা মন্ডল। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেন,' খেলা তো হবেই। লড়াই তো হবেই। গুলি তো চলবেই দেশদ্রোহী দের উপর গুলি চলবে।'

এই ঘটনার পরেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয় তৃণমূল। জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি অভিজিৎ সিংহ বলেন, 'বাংলায় বাহুবলী সংস্কৃতি কে আনতে চাইছে। তাই ওদের নেতাদের মুখে ওই রকম ভাষা। যা বাংলার মানুষ মেনে নেবে না। '

বিজেপি নেতার কথায় যখন সমালোচনা করছেশাসক দল তখন এদিন বিকালে লাভপুরে প্রকাশ্য জনসভা থেকে বিরোধী বিজেপি কে চরম হুঁশিয়ারি দিচছেন শাসক নেতা।এতদিন অনুব্রত মুখে যে কথা শোনা যেত এবার তা নিচু তলার নেতাদের মুখে ও শোনা যাচ্ছে। এদিন অনুব্রত উপস্থিতিতে জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলেন, 'আজ থেকে যা শুরু হল ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে। বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের হুঙ্কার।বিজেপি কে খতম করার হুঙ্কার। বিজেপি যেন নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষনা করতে না পারে।'

শাসকদলের নেতার মুখে এমন বিতর্কিত মন্তব্য শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপির সভাপতি ধ্রুব সাহা।তিনি বলেন,' ওদের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে তাই। এমন গনতন্ত্র বিরোধী মন্তব্য করছে। '

পাশাপাশি' ভয়ঙ্কর খেলা হবে।' বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ চেয়ারম্যানের অনুব্রত মণ্ডলের সভায় শ্লোগান দেওয়ার ভিডিও নিজেই পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। তা ঘিরে বিতর্ক চরমে। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারি পদে থেকে এমন রাজনৈতিক শ্লোগান দেওয়া পদের অমর্যাদা। রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে' স্লোগান দিতে দেখা গেল বীরভূম জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলের সভাপতি প্রলয় নায়েককে। যা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সরকারি পদে থেকে অনুব্রত মণ্ডলের সভায় রাজনৈতিক স্লোগান কিভাবে দিতে পারেন প্রলয়বাবু, প্রশ্ন তুলল বিজেপি। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলছে বিজেপির বুদ্ধিজীবী সেলের বীরভূম জেলা আহ্বায়ক উজ্জ্বল মজুমদার বলেন, 'কিভাবে প্রলয় নায়েক একটি সরকারি সম্মানীয় পদে থেকে এই ধরনের বক্তব্য দিতে পারেন জানিনা। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করি।'

যদিও কাউন্সিল সভাপতি প্রলয় নায়েক বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে আমার অধিকার আছে যে কোন রাজনৈতিক দল করার। আমি যখন নিজের সরকারি চেয়ারে বসি তখন দল নির্বিশেষে কাজ করি। তবে এবার খেলা তো হবেই, যেখানে যেমন সেখানে তেমন খেলা হবে।'

অন্যদিকে লাভপুরে জনসভা থেকে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্র সরকার। ব্যাঙ্ক ঋণের টাকা নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়া থেকে শুরু করে বাজেট একাধিক ইস্যুতে তিনি কেন্দ্র সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন। এমনকি আক্রমণের ক্ষেত্রে বিতর্কিত মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে জানিয়ে দেন, "এখন এই অবস্থায় বাংলায় বিজেপি ৩০ পেরোবে না।" হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

অকালী দলের ৪ কর্মীর ওপর গুলি চালনার ঘটনায় উত্তপ্ত জালালাবাদ

জালালাবাদ, ২ ফেব্রুযারি (হি. স.) : পাঞ্জাবের জালালাবাদে শিরোমনি অকালী দলের ৪ কর্মীর ওপর গুলি চালনার ঘটনায় উত্তপ্ত এলাকা। ঘটনায় কংগ্রেসের দিকে উঠেছে অভিযোগের তির। মঙ্গলবার এই ঘটনার পেছনে স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়কের ভাই জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ অকালী নেতা পরবান্স সিং রোমানার।এদিন স্থানীয় পুর নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে জালালা বাদের জেলা শাসকের অফিসে এসেছিলেন অকালি দল নেতা সুখবীর সিং বাদল। তাঁর ওপর গুলি চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল বলে দাবি করেন রোমানা। যদিও তাঁর গাড়ি হালকা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সুখবীর সিং অক্ষত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন রোমানা। এদিন আহত ওই তিন কর্মীকেই ভর্তি করা হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সূত্রের খবর, এদিন সরকারি গাড়ির সামনের আসনে বসে নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়াই জেলা শাসকের অফিসে আসছিলেন সুখবীর। সেইসময় আচমকা তাঁর গাড়ি লক্ষ্যকরে হামলা চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় ৪ কর্মী আহত হয়েছেন। যদিও দলীয় কারণে তাঁদের পরিচয় প্রকাশ্যে আনেননি পুলিশ। এদিকে, দলের সভাপতির উপর এই হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিরোমণি অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদল। তিনি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার কোনও অধিকার নেই ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। গ্যাংস্টাররা পঞ্জাব চালাচ্ছে, রাজ্যে গুন্ডারাজ চলছে। অন্যদিকে , অকালি দলের অভিযোগ উড়িয়ে সুখবীরকেই পাল্টা তোপ দেগেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস বিধায়ক রামিন্দর আমলা বলেন, 'দলে গুন্ডা নিয়ে ঘোরার জন্য আজ এই হিংসা বলেই পাল্টা কটাক্ষ কংগ্রেসের।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ফের রাজ্যে ঊর্ধমুখী করোনার হার

কলকাতা,২ ফ্রেবুয়ারি (হি. স.) : পুরনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছর শুরু হলেও শহর ছেড়ে যাওয়ার নাম নেই করোনা। গত কয়েকদিন ধরে স্বস্তি দিচ্ছে করোনা গ্রাফ। এরই মাঝে ফের চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর হার। মঙ্গলবার ফের রাজ্যে কিছুটা বাড়লো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ২০৩। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০৩ জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ০৫,৭০,৩৮০। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ১০,১৮৮। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩০৯। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,৫৪,৮৮৭ জন। রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২২,৩০৭ টি।হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

করোনার প্রভাব যতই থাকুক, অলিম্পিক হবেই : ইউশিরো মোরি

টোকিও, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আয়োজক দেশ জাপান এখনও করোনা ভাইরাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তবে এরই মাঝে আশা আলো দেখালো আয়োজকরা। টোকিও অলিম্পিক আয়োজক কমিটির প্রেসিডেন্ট ইউশিরো মোরি জানিয়েছেন, 'করোনার প্রভাব যতই থাকুক, অলিম্পিক হবেই। এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। একটা নতুন স্বাদের অলিম্পিকের জন্য সবাই তৈরি হয়ে উঠুন।

' জানা গিয়েছে, শেষ পর্যন্ত উপায় না থাকলে দর্শকশূন্য অবস্থাতেই করা হবে অলিম্পিক। আইওসির প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ বলেছেন, 'অলিম্পিক ক্লোজডোর হবে কি না তা এখনই বলা সম্ভব নয়। আমরা সুরক্ষিত এবং নিরাপদ ভাবে এই বড় ইভেন্টটি আয়োজন করতে চাইছি। এটাই হল আমাদের সকলের প্রধান লক্ষ্য। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরেই নেওয়া হবে।' প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসের তান্ডবের জন্য গত বছর স্থগিত করা হয়েছিল অলিম্পিক। আয়োজকদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ২০২১ সালে করা হবে অলিম্পক। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অকালে প্রয়াত মেঘালয়ের কংগ্রেস বিধায়ক ডেভিড নংগ্রুম, শোক মুখ্যমন্ত্রী সহ বহুজনের

শিলং, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অকালে প্রয়াত হয়েছেন মেঘালয়ের বিধায়ক ডেভিড নংগ্রুম। আজ মঙ্গলবার ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ডেভিড। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪২ বছর। মাওরিংনেঙের বিধায়ক ডেভিড নংগ্রুমের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর পরিবারের প্রতি সংবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা, মন্ত্রী জেমস সাংমা, বিধানসভার অধ্যক্ষ সহ বহুজন।

আজ ভোররাতে বুকে ব্যথা ও অস্বস্তি বোধ করলে বিধায়ক ডেভিড নংগ্রমকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় শিলঙে অবস্থিত নর্থ ইস্টার্ন ইন্দিরা গান্ধী রিজিওনাল হেল অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্স (নেইগ্রিমস)-এ। হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

জানা গেছে, গত ২০১৮ সালে কংগ্রেসে যোগদান করে মাওরিংনেং আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক নির্বাচিত হন ডেভিড। মাওরিংনেঙের দুবারের বিধায়ক তথা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ চার্লস পাইনগ্রোপের ছেলে।

বিধায়ক নংগ্রুমের মৃত্যুর পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা গভীর শোক ব্যক্ত করে এক ট্যুইট করেছেন। ট্যুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বিধায়ক ডেভিড নংগ্রুমের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। যুবক নংগ্রুম ছিলেন অত্যন্ত সরব, কর্মচঞ্চল, করিৎকর্মা। প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

কর মকুব, ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের ট্যাক্সি ধর্মঘট শুরু বাগডোগরা বিমানবন্দরে

বাগডোগরা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের মাঝেই ভাড়া বৃদ্ধি ও কর মকুব সহ কয়েক দফা দাবিতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল অনির্দিষ্টকালের ট্যাক্সি ধর্মঘট। বাগডোগরা বিমানবন্দরের সব সংগঠনই যৌথভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এর জেরে বিপাকে পড়েছে পর্যটন ব্যাবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। এমনকি বিমানবন্দরে আসা পর্যটকরাও বিপদে পড়েন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে ফাঁকা বিমানবন্দরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড চত্বর। প্রিপেইড ট্যাক্সি ভাড়া বাড়ানো, কর মুকুব করার দাবিতে বাগডোগরা অল ট্যাক্সি ড্রাইভার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন আজ থেকে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ফলে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে যাত্রীদের। তবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এনবিএসটিসির দুটি বাস চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতিকে সামাল দিতে ওই দুটি বাস বিমানবন্দর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পরিষেবা দেবে বলে জানা গিয়েছে। অল ট্যাক্সি ড্রাইভার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, লকডাউনে ৬ মাস তাঁরা ট্যাক্সি চালাতে পারেননি। ফলে পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কর মকুব করার দাবি জানানো হয় সংগঠনের তরফে। এছাড়াও ২০০৮ সাল থেকে তাঁদের ভাড়া বৃদ্ধি হয়নি বলেও জানিয়েছেন চালকরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পুরোনো সেই ভাড়া দিয়ে কোনওমতেই তাঁদের সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছে না। সংগঠনের অভিযোগ, পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের তরফ থেকে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয় ১৫ দিনের মধ্যে তাদের সমস্যা খতিয়ে দেখে সমাধান করা হবে। কিন্তু সেই সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরেও কোনওরকম পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। বিমানবন্দর এবং শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারী বাস চলাচল করলেও সংখ্যায় কম। লকডাউন কাটিয়ে সবেমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে পর্যটন শিল্প। শীতের পাহাড়ে যথেষ্ঠ ভিড় রয়েছে পর্যটকদের। ঠিক এই সময়ে ট্যাক্সি ধর্মঘটে আবার বড় ধাক্কা পর্যটন শিল্পে। তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব বারবার বৈঠক করলেও দাবী পূরণ হয়নি। তাই তাঁরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধর্মঘটিরা। সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়েছে, 'আমাদের গাড়ি ভাড়া না বাড়ালে আমরা আর গাড়ি চালাতে পারব না। প্রয়োজনে পরিবার নিয়ে ভুখ হরতালে বসতে হবে।' ট্যুর অপারেটর রাজ বসু জানান, সবেমাত্র পর্যটন শিল্প মাথাচাড়া দেওয়া শুরু করেছিল। ঠিক সেই সময় এই ধর্মঘটে বিপদ বাড়বেই। আমি আশা করি আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে বলে পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব এ বিষয়ে বৈঠক করেছেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তবে এটা ঠিক যেভাবে তেলের দাম বেড়েছে তারপরে ভাড়া না বাড়ালে গাড়ি চালানো মুশকিল হয়ে যাবে। ট্যুর অপারেটারদের সংগঠনেরাও গাড়ির মালিক ও চালকদের পাশেই রয়েছে। রাজ্য ১৫ দিন সময় দিলেও দাবি মেটায় ধর্মঘট ছাড়া বিকল্প পথ খোলা ছিল না বলে সাফ দাবী আন্দোলনকারীদের।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অভিষেক এখন রাজ্য রাজনীতির প্রধান শক্তি, তাই এত আক্রমণ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে তুঙ্গে প্রস্তুতি। এরই মাঝে তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তৃণমূল যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়ান শুভেন্দু অধিকারী। আর এবার তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। "অভিষেক এখন রাজ্য রাজনীতির প্রধান শক্তি, তাই এত আক্রমণ" শুভেন্দুর বিরুদ্ধে তোপ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "যেভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করা হচ্ছে, তাঁর থেকে স্পষ্ট তিনি রাজ্য রাজনীতিতে প্রধান শক্তি।" নাম না করেই রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, শোভন চট্টোপাধ্যায়কে তোপ দাগিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যাঁরা গিয়েছে উন্নয়নকে অবজ্ঞা করে গিয়েছে। মতপার্থক্য থাকতেই পারে, তার জন্য কুভাষা ব্যবহার করা কোনওভাবে কাম্য নয়। যদি তৃণমূলের কেউ এহেন আচরণ করেন, সেক্ষেত্রেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে"। হিন্দুস্থান সমাচার /পায়েল

আইন প্রত্যাহার নয় তো বাড়ি ফেরাও নয় : রাকেশ টিকাইত

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষকদের রুখতে দিল্লি লাগোয়া তিনটি সীমানা অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা জুড়ে রাখা হয়েছে কংক্রিটের ব্যারিকেড। ৩-৪ স্তরে কাঁটাতারের বেড়া। সিঙ্ঘু, টিকরি এবং গাজিপুরদিল্লির তিনটি সীমানায় নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। এমতাবস্থায় কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত জানিয়ে দিলেন, 'আইন প্রত্যাহার নয় তো বাড়ি ফেরাও নয়।"" তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, অক্টোবর মাসের আগে শেষ হবে না এই আন্দোলন। মঙ্গলবার ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের (অরাজনৈতিক) জাতীয় মুখপাত্র রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'আইন প্রত্যাহার নয় তো বাড়ি ফেরাও নয়, এটাই আমাদের স্লোগান। অক্টোবর মাসের আগে শেষ হবে না এই প্রতিবাদ-আন্দোলন, খুব শীঘ্রই এই আন্দোলন শেষ হচ্ছে না।'

উল্লেখ্য, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে তিন ঘণ্টার 'চাক্কা জ্যাম'-এর ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলো। দুপুর ১২টা থেকে ৩ পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। পরিস্থিতির যাতে অবনতি না ঘটে তার জন্য আগেভাগেই পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। সিঙ্ঘু, টিকরি এবং গাজিপুর সীমানাকে নিরাপত্তার দুর্গে পরিণত করেছে দিল্লি পুলিশ। কাঁটাতারের বেড়া, অস্থায়ী দেওয়াল তুলে তিন-চার স্তরের নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে ফেলেছে ওই তিন সীমানা।

অ্যাপিতে পেছন থেকে ধাক্কা ক্রুইজারের, আহত তিন, সংকটজনক মহিলা চিকিৎসাধীন মাকুন্দায়

বাজারিছড়া (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দুরন্ত যাত্রীবাহী ক্রুইজারের ধাক্কায় আহত হয়েছেন অ্যাপির তিন যাত্রী। আহতদের মধ্যে সংকটজনক বছর ৩৫-এর জনৈক শুক্লা দাসকে বাজারিছড়ায় মাকুন্দা খ্রিষ্টান হাসপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা শুরু হয়েছে। গুরুতরভাবে আহত শুক্লার বাড়ি সলগই বাজারে, তাঁর স্বামীর নাম প্রতাপ দাস।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মঙ্গলবার বেলা প্রায় একটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি অসম-ত্রিপুরা আট নম্বর জাতীয় সড়কের হাতিখিরা পোস্ট অফিস সংলগ্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে। লোয়াইরপোয়াগামী এএস ১০ এসি ৩৭২৫ নম্বরের যাত্রীবাহী অ্যাপি ভ্যানকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয় এএস ২৪ এ ৪৩০৮ নম্বরের দুরন্ত ক্রুইজার। এতে দুই যাত্রী অ্যাপির ভিতরে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও ভ্যান থেকে সড়কে ছিটকে পড়েন গৃহবধূ শুক্লা দাস। তাঁর কোমরে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে বলে জানা গেছে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বাজারিছড়ায় মাকুন্দা জেনারেল কাম ল্যাপ্রসি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

এদিকে দুর্ঘটনার পর অ্যাপি ভ্যানের চালক সুযোগ বুঝে ক্রুইজার গাড়ির ব্যাটারি নিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার গাড়ির পিছু ধাওয়া করে সাংবাদিক রাম চক্রবর্তী এবং ভিডিপি সম্পাদক মলয় দাস, স্থানীয় মুদি দোকানের ব্যবসায়ী ভানু বৈদ্যরা ডেঙ্গারবন্দ এলাকা থেকে পলাতক অ্যাপি চালককে গাড়ি সমেত আটক করে বাজারিছড়া পুলিশের হাতে সমঝে দেন। অন্যদিকে পুলিশ ক্রুইজার এবং অ্যাপি ভ্যানকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে মামলা রুজু করেছে বলে জানা গেছে।

জরুরি তলব শাহ-নাড্ডার, দিল্লি যাচ্ছেন শুভেন্দু-মুকুল

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দিল্লি গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের জন্য জরুরি ডাক পড়ল পশ্চিমবঙ্গের দুই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও মুকুল রায়ের।

সূত্রের খবর, বারুইপুরের সভার পরেই দিল্লি উড়ে যাবেন শুভেন্দু-মুকুল। সেখানেই বাংলার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তাঁরা। মূলত বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি শিবিরের নির্বাচনী কৌশল কী হবে, তা নিয়ে এই বৈঠক এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিরাট সাফল্য পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। সেই সময়ে মূলত দিলীপ ঘোষ ও মুকুল রায়ের উপরেই ভরসা রেখেছিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন অনেক শক্ত। তাই এবারের নির্বাচন দিলীপবাবু ও মুকুল রায়ের সঙ্গে শুভেন্দুবাবুকে একই জায়গায় রাখতে চাইছেন শাহ-নাড্ডারা।

এদিন বারুইপুরের সভায় ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল রায়। সেই সভায় ডায়মন্ডহারবারে পদত্যাগী তৃণমূল বিধায়ক দীপক হালদার সহ ১৩৫ জন বিজেপিতে যোগ দেন। তাদের মধ্যে ১০৫ জন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যোগ দেন। এদিন বারুইপুরের যোগদান সভায় পৌঁছানোর আগে পদ্মপুকুর মোড়ে শুভেন্দু অধিকারী, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল রায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এমনকি ঘাসফুল শিবিরের সমর্থকরা বিজেপি নেতাদের গোব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। তবুও সব কিছুকে উপেক্ষা করে শেষমেশ বারুইপুরে পৌঁছান শুভেন্দু- রাজীব- মুকুলরা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বেহালায় মিছিল শুরু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা,২ ফ্রেবুয়ারি (হি. স.) : নজরে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। কিন্ত তারই মাঝে বিজেপি তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। আর এবার বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে পথে তৃণমূল। মঙ্গলবার বেহালায় মিছিল শুরু শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।

নজরে একুশের নির্বাচন তারই মাঝে গতকালই কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে। আর এবার কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনবিরোধী আখ্যা দিয়ে এদিন বেহালার এসএন রায় রোড থেকে থ্রি এ বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়েছে। মিছিলের নেতৃত্ব রয়েছেন তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণের তদন্তে এনআইএ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণ মামলার তদন্ত করবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মঙ্গলবার এনআইএ-র হাতে বিস্ফোরণ মামলার তদন্তভার তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গত ২৯ জানুয়ারি দিল্লির এ পি জে আব্দুল কালাম রোডে অবস্থিত ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে কেউ হতাহত না-হলেও, তিনটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শুরু থেকেই এই বিস্ফোরণের ঘটনাকে "জঙ্গি হামলা" বলেই সন্দেহ করছে দিল্লি পুলিশ। বিস্ফোরণস্থল থেকে ইতিমধ্যেই স্যাম্পেল সংগ্রহ করেছে দিল্লি পুলিশ। চিন্তিত ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও। অবশেষে মঙ্গলবার ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণ মামলার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের "গ্রিন সিগন্যাল" পাওয়ার পর এনআইএ তদন্ত শুরু করবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের একটি কর্মশালা মঙ্গলবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

প্রতিবেশী মণিপুরের জিরিবাম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক কাছাড়ের ডিসি-এসপির, অবৈধ অর্থ, মাদক, অস্ত্রশস্ত্র পাচার রোধে চলবে যৌথ অভিযান

শিলচর (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগে পার্শবর্তী মণিপুর রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করছেন কাছাড় জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। সোমবার মিজোরামের কলাশিব জেলা প্রশাসনের পর আজ মঙ্গলবার প্রতিবেশী মণিপুরের সীমান্তবর্তী জেলা জিরিবামের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, অম পুলিশের দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপকুমার দে, পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

আজ জিরিবাম জেলাশাসকের কার্যালয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ বৈঠক শুরু হয়। প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতিবেশী দুই রাজ্যের জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। জিরিবামের জেলাশাসক ডব্লিউ মালেঙ্গাবা এদিন ডিআইজি দিলীপকুমার দে সহ কাছাড়ের আধিকারিকদের স্বাগত জানান। কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি জিরিবামের জেলাশাসক ডব্লিউ মালেঙ্গাবাকে উত্তরীয় এবং অসমিয়া সরাই উপহার দেন। পরস্পর সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, অসমে আগামী দু-আড়াই মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এর আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পার্শবর্তী রাজ্যগুলো থেকে এই সময় সহযোগিতার প্রয়োজন। জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, নির্বাচনের সময়ে অসমে বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ থাকবে। তখন পার্শবর্তী রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা অবৈধ নগদ অর্থ, মাদকদ্রব্য, এমন-কি অস্ত্রশস্ত্র পাচারের চেষ্টা করতে পারে। তাই পার্শবর্তী অন্য রাজ্যের মতো মণিপুরের জিরিবাম জেলা প্রশাসনের তরফে এগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রয়োজনীয় সহায়তার অনুরোধ জানান কীর্তি জল্লি।

নির্বাচন কমিশনে কিছু নির্দেশনার উল্লেখ করে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের নির্বাচন প্রক্রিয়া কিছুটা আলাদা হবে। কারণ এখনও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। আপাতত বলা হয়েছে, যে-সব কেন্দ্রে ১,২০০ ভোটদাতা রয়েছেন, সেই সব স্থানে এক হাজার মানুষের ভোট সংগ্রহ করা হবে। এভাবেই সব কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা কমিয়ে আনা হবে। পাশাপাশি ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা এবার বাড়ানো হবে। কোভিড প্রটোকলে আরও কিছু নিয়মাবলী আসবে, যেগুলো আগামীতে জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে। আপাতত সীমান্ত এলাকার সুরক্ষা নিয়ে প্রথমে ভাবা হচ্ছে। পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার পরিকল্পনা গড়ে তোলা হবে, বৈঠকে বলেন কাছাড়ের জেলাশাসক জল্লি।

ডিআইজি দিলীপ কুমার দে বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবৈধ টাকা, অবৈধ পানীয়, এমন-কি ড্রাগস ইত্যাদি পর্যন্ত পাচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দিক থেকে এগুলো আটকানোর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পার্শবর্তী রাজ্যের অন্তর্গত জেলার সাহায্য প্রয়োজন। সঠিক সময়ে আমরা প্রয়োজনীয় জায়গায় চেকপোস্ট বসিয়ে নাকা চেকিং ইত্যাদি শুরু করব। আমরা চাই, জিরিবামের পুলিশও এক্ষেত্রে আমাদের পাশে দাঁড়াক।বৈঠকে কাছাড়ের পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা বলেন, মাদক বা নকল টাকা ছাড়াও অস্ত্রশস্ত্র পাচারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইতিমধ্যে মেঘালয় এবং মিজোরামের দুই সীমান্ত জেলার প্রশাসনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। জিরিবাম প্রশাসনও এক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

সব শুনে জিরিবামের জেলাশাসক ডব্লিউ মালেঙ্গাবা বলেন, অবৈধ কার্যকলাপ দমনে জিরিবাম প্রশাসন অবশ্যই কাছাড় জেলার পাশে রয়েছে। যে-সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজ আলোচনায় উঠে এসেছে সেগুলো বিশেষভাবে নজর রাখবে জিরিবাম প্রশাসন বলে জানান তিনি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অসামাজিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। সীমান্ত এলাকায় সুরক্ষা বৃদ্ধি করা হবে যাতে কোনও অবৈধ কার্যকলাপ না ঘটে। এদিন কাছাড়ের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেন কাছাড় জেলা পরিবহণ আধিকারিক অংশুমান বিশ্বাস, লক্ষ্মীপুরের এসডিপিও এল খিংতে সহ অন্যান্যরা।

চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের মিছিল রাজধানী আগরতলায় মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

ঝাড়গ্রামে হার্মাদদের গুলিতে প্রাণ হারানো শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তৃণমূল নেতৃত্বের

ঝাড়গ্রাম, ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ২০০৯ সালের দুই ফেব্রুয়ারী লালগড়ের খাসজঙ্গলে হার্মাদদের গুলিতে প্রান হারিয়ে ছিলেন গোপীনাথ সোরেন, লক্ষিন্দর মান্ডি,রাজারাম মান্ডি। সেই সময় ওই ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল জঙ্গলমহল। রাজ্য রাজনীতিতে তার প্রভাব ছিল ব্যাপক।সেই ঘটনায় তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত হয়েছিলেন ওই তিন ব্যক্তির দাহন কার্যে। মালা দিয়েছিলেন নিহত ব্যক্তিদের গলায়। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোও।প্রত্যন্ত এই এলাকায় সমস্ত রকম বাধা উপেক্ষা করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখছিলেন। রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতি বছর ওই তিন নিহত ব্যক্তির স্মৃতিতে পালিত হয় শহীদ দিবস। মঙ্গলবার লালগড়ের রামগড়ে খাস জঙ্গল শহীদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক ছত্রধর মাহাতো, লালগড় ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শ্যামল মাহাতো, বিনপুর এক ব্লক যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি সুদীপ্ত মাহাতো সহ প্রমুখ নেতৃত্ব উপস্থিত হয়ে শহীদের ছবিতে মাল্যদান করেন এবং তাদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিন ছত্রধর মাহাতো বলেন 'আমরা অতীতকে ভুলে যায়নি এবং আমাদের যারা সহ যোদ্ধা ছিল তারা আজ আমাদের মধ্যে নেই।ওই পরিবারের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা কেস কাছারিতে জড়িয়ে ছিলেন তাদের চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে। এমনকি বেশ কিছু চাকরি হয়ে গেছে। আমরা এই বার্তা দিতে চাইছি যাতে কোন রকম ভাবে জঙ্গলমহল বঞ্চিত বা শোষিত না হয়। সেদিকে লক্ষ রাখা। বর্তমান যে সরকার সেই সরকার আমাদের আন্দোলনের যে যে দাবি গুলো ছিল সেই দাবি পুরন করেছে। আজকে আমরা মনে করি এই আন্দোলনে আমরা আজ সফলতা পেয়েছি। আমাদের আন্দোলন সফল হয়েছে। এই সফলাতাকে ধরে রাখা আমাদের দায়িত্ব। তাই প্রত্যেকের কাছে আবেদন রাখবো যাতে করে এই সরকার দীর্ঘদিন থাকে।'

এবারের বাজেটকে কৃষক বঞ্চনার বাজেট বলল সারা ভারত কৃষক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ২০২০-২১ সালে বাজেটে কৃষকদের জন্য বন্টন করা হয়েছিল ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৪৯ টাকা। ২০২১-২২ বাজেটে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২২ লক্ষ ৯৬১ টাকা। বিগত বাজেট থেকে ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বন্টন ব্যবস্থা। কৃষকদের করুন অবস্থায় এ বাজেট কৃষক এবং কৃষি ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়বে বলে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে আশংকা প্রকাশ করলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটি সম্পাদক পবিত্র কর।

তিনি বলেন এ বাজেটের আগে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে অতিমারি পরিস্থিতির মধ্যে আয়কর প্রদান করে না সেসব পরিবারকে বিনামূল্যে ১০ কেজি করে প্রতিমাসে চাউল প্রদান করার জন্য। কিন্তু বাজেটে এর কোনো উল্লেখ নেই। রেগার কাজ ২০০ দিন করার দাবি জানানো হলেও, রেগা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়নি। এতে প্রশ্ন এটা সম্পূর্ণ কৃষি বিরোধী এবং কৃষক বিরোধী বাজেট। বাজেটে কোন জায়গায় কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল এর উল্লেখ নেই। কৃষকদের জন্য এই বাজেট বঞ্চনার বাজেট বলে আখ্যায়িত করলেন তিনি। ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব রতন দাস।

কদমতলায় মহেশপুরে উত্তেজনা জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত মহেশপুর টি ইস্টেট ডিভিশনের আওতাধীন লালছড়া লোহার গেইট এলাকায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিল বন বিভাগের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য বিগত কিছুদিন পূর্বে বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হওয়ার ফলে বিভিন্ন এলাকার খাস এবং জুত ল্যান্ড একাকার করে রাস্তার কাজ শুরু হওয়াতে দেখা দিয়েছে যত বিপত্তি। তা নিয়ে বহুবার আন্দোলন ও এডিএম এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলেও স্থানীয় জনগণের সমস্যা দূরীকরণ ঘটেনি। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বসতবাড়ি থেকে শুরু করে গাছপালা বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরিতে সড়কের উপর পড়ে যাওয়ায় জনগণকে ন্যায্য মূল্য দেওয়া হচ্ছে না।এই অভিযোগ নিয়ে আজ লালছড়া লোহার গেইট এলাকায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার তৈরি হয় বনবিভাগের বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের অভিযোগ মহেশপুর টি ইস্টেট এলাকা দিয়ে বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হতে অনেকের বসতবাড়ি,জুতের জমি ও গাছপালা পড়ে যায়।

কিন্তু সেই সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সরকারি ভাবে সাহায্য না করে বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজ চালিয়ে যাওয়াতে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। তা নিয়ে বহুবার সরকারি আধিকারিকদের জানিয়েও কোন সুরাহা পায়নি স্থানীয় জনগণ। আজও উত্তর জেলার বনদপ্তরের কর্মীরা উনাদের মর্জি মাফিক মহেশপুর টি ইস্টেট লালছড়া লোহার গেইট সংলগ্ন এলাকায় গাছ কাটতে আসলে স্থানীয়রা বাধা প্রদান করে। ছুটে আসেন মহেশপুর টি গার্ডেনের ম্যানেজারও। ম্যানেজার ও স্থানীয় জনগণ বনদপ্তরের কর্মীদের কাছে জুতের জায়গার উপর গাছ কাটার বৈধ কাগজ চাইলে বনদপ্তরের কর্মীরা তা দেখাতে পারেনি।

তা নিয়ে একটা সময় উত্তপ্ত পরিস্থিতি ধারণ করলে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কদমতলা থানার এএসআই সঞ্জিব দাস সহ বিশাল টি,এস, আর বাহিনী। অবশেষে স্থানীয় টি গার্ডেনের ম্যানেজার ও জনগণের বাধা প্রদানের পর বনদপ্তরের কর্মীরা বিকল্প জাতীয় সড়কের উপরে পড়ে যাওয়া গাছ কাটা থেকে বিরত হন এবং ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এখন দেখার বিষয় স্থানীয় মহেশপুর টি ইস্টেট এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ উনাদের ন্যায্য পাওনা কতটুকু পেতে সক্ষম হন।

আগরতলা প্রেসক্লাবে লুডো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। আগামীকাল আগরতলা প্রেসক্লাবেরর উদ্যোগে কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে লুডো প্রতিযোগিতা। সকাল ১১টায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে এবং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন ক্লাব সম্পাদক প্রণব সরকার। পুরুষ ও মহিলা সাংবাদিক সবার জন্যই এই প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য তথা হেডলাইনস ত্রিপুরার চিত্রসাংবাদিক দিব্যেন্দু দাসের পিতা প্রভাত চন্দ্র দাস আজ দুপুরে জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি ছিলেন রাজ্য পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও পুত্র সহ আসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। পাশাপাশি এক শোকবার্তায় তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছে প্রেসক্লাব। এদিকে, ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের তরফ থেকে চিত্রসাংবাদিক দিব্যেন্দু দাসের পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

বাজেটের প্রসংশায় পঞ্চমুখ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ভারতের অর্থমন্ত্রীকে নতুন বাজেট উপস্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে। সংগঠনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে এই বাজেট শতাব্দীর সবচেয়ে খারপ মহামারী দ্বারা প্রভাবিত অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করবে।

গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল বিধায়ক

সাঁইথিয়া , ২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল বিধায়ক। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে পদযাত্রা ছেড়ে মাঝপথেই চলে আসতে হল তাঁদের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে সাঁইথিয়ার হাতোড়া পঞ্চায়েত এলাকার জৈল্য গ্রামে। ভোটের আগে এদিন ছিল সাঁইথিয়া বিধানসভা এলাকার রিপোর্ট কার্ড বিলির জন্য পদ যাত্রার আয়োজন করেছিল ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। তাতে অংশ নিয়েছিলেন সাঁইথিয়ায় দলের বিধায়ক নীলাবতী সাহা এবং জেলাস্তরের অন্য নেতারা। জৈল্য গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এলাকার উন্নয়নের রিপোর্ট দিতে গিয়ে বিধায়ক নীলাবতী সাহা কে সামনে পেয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, মুখে উন্নয়নের কথা বললেও এলাকার একাধিক জনের বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা হয়নি।প্রথমে কয়েকজন বিক্ষোভ দেখাতে থাকলে, মুহুর্তে দলে দলে মানুষ এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাতেই পিছু হটতে বাধ্য হন তৃণমূল নেতৃত্ব।বিধায়কের সঙ্গে দলের ব্লক সভাপতি সাবের আলী উপস্থিত থাকলেও বিক্ষোভ থামানো যায় নি। পরিস্থিতি এমন হয় যে গ্রামের বাসিন্দা দের থেকে পাশকাটিয়ে বিধায়ক কে গাড়ি তে উঠে গ্রাম থেকে চলে আসতে হয়। উল্টে গ্রামবাসীদের দাবি, 'আমাদের অনেকেই বিধায়কের সামনে বলতে দেয় নি স্থানীয় নেতারা।'

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

করবুক সড়কের তাকমাবাড়ি এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। অপর এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের নাম সাতিন দেববর্মা। আহত যুবকের পরিচয় নগফান জমাতিয়া। ঘটনার বিবরণে জানা যায় স্থানীয় লোকজন আজ সকালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় দুই যুবককে তাকমাবাড়ি এলাকায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মী-রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাদেরকে স্থানীয় নতুনবাজার হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং অপরজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নতুনবাজার হাসপাতাল থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

কমিটি

● প্রথম পাতার পর

তাদের মতে, এই সিএএ এবং এনপিআর বলবৎ হলে নাগরিকত্বের প্রশ্নে দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের বড় অংশকে নিশানা করা সহজ হবে। যদিও বিরোধী বা সিএএ-বিরোধী আন্দোলনকারীদের এই যুক্তি মানতে বিজেপি সরকার। বিজেপি-র দাবি, সিএএ বলবৎ হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা কোনও ভারতীয় নাগরিকই নাগরিকত্ব হারাবেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অথবা বিজেপি নেতারা বরাবরই সিএএ-র বিরোধিতাকে 'রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে আখ্যা দিয়ে এসেছেন।

এবিভিপি

● প্রথম পাতার পর

সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে অনেকের পক্ষেই দূরবর্তী স্থানে কলেজে দিয়ে পড়াশোনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাতেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এখনো পর্যন্ত কোন ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারেনি।

যদিও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর যাতে কলেজে ভর্তি হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।তবে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের পছন্দমতো বিষয় নিয়ে যে পড়াশোনা করতে পারবে না তা প্রায় নিশ্চিত।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় জোলাইবাড়ী ফাঁড়ীর পুলিশ। এলাকাবাসীর দাবী রাস্তাটি যেন গুনগতমান বজায় রেখে সংস্কার করা হয়। না হলে তারা আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্ত হবে বলে জানান।

প্রকাশিত

● প্রথম পাতার পর

শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষাও। পরে এই নির্দেশ বাতিল হয় এবং বিকল্প হিসেবে অন্তর্বর্তী অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক আগেই জানিয়েছিলেন, চলতি বছর মে থেকে জুনের মধ্যে সিবিএসই-র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা চলবে। অন লাইনে পরীক্ষা হবে না বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। ১লা মার্চ থেকে শুরু হবে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। কোনও স্কুল যদি পরীক্ষা নিতে না পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরীক্ষার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

অতিমারির কারণে বেশি দিন ধরে যাতে পরীক্ষা পর্ব না চলে সেই জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সিবিএসই-র পক্ষ থেকে জানান হয়েছে দুটি দফায় পরীক্ষা হবে। প্রথম দফায় সাধারণ পরীক্ষা নেওয়া হবে। দ্বিতীয় দফায় হবে বিদেশের স্কুলগুলির পড়ুয়ারা যেসব বিষয়গুলি নেননি সেগুলির পরীক্ষা। দশম শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হচ্ছে ৭ জন। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হবে ১১ জুন। প্রথম শিফটের পরীক্ষা শুরু হবে সকাল সাড়ে দশটা থেকে। দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা হবে দুপুর আড়াইটে থেকে।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে চৌঠা মে থেকে পরীক্ষা শুরু হবে ক্লাস ১০ ও ১২-এর। পরীক্ষা চলবে ১০ জুন অবধি। ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে ফলাফল ঘোষিত হবে। পরিস্থিতি বিচার করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পরীক্ষার নির্ঘণ্ট নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, পরীক্ষার দিন চূড়ান্ত না হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে বেশ কিছু স্কুলে ইতিমধ্যে প্রি-বোর্ড পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যসভা

● প্রথম পাতার পর

সমস্যা নিয়ে কথা বলার সময় ছিল না রাজ্যসভার কাছে। কৃষকদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা কোন পর্যায়ে, তা-ও জানি না আমরা।" আন্দোলনকারী কৃষকদের হঠাতে সীমানায় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার তীব্র সমালোচনা করেন সিপিএম সাংসদ ইলামরম করিম। প্রতিবাদে একে একে ওয়াকআউট করতে শুরু করেন বিরোধী সাংসদদের অনেকে। প্রথম সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতুবি করা হয় রাজ্যসভার অধিবেশন, তারপর ১১.৩০ এবং ১২.৩০ মিনিটে রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করা হয়।

অনুদান

● প্রথম পাতার পর

করে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। আজ মুখ্যমন্ত্রী ৫০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছেন অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য।

রাজ্য কমিটি

● আটের পাতার পর

সৈয়দ আরশাদ মাদানির নাম সুপারিস করা হয়েছে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সংবিধান মেনে। ওয়াকফ সম্পত্তি গুলিকে পুনরুদ্ধারের দাবি জানানো হয়। রাস্তা সম্প্রসারণের অজুহাতে উদয়পুরের ছনবন জামে মসজিদ যেন না ভাঙ্গা হয় তারও দাবি জানানো হয়।

সুদীপ বর্মন

● আটের পাতার পর

ভবিষ্যৎ। ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সমাজ সঠিক নিশানা খুঁজে পাবে।

জাতীয় সেবা প্রকল্প এর প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবীকে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করে ভবিষ্যতে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।এদিকে সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরকে কেন্দ্র করে নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কুয়াশা

● আটের পাতার পর

কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় এদিনও বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন চলাচল। উত্তর রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, ২ ফেব্রুয়ারি দৃশ্যমানতার অভাবে দেরিতে চলাচল করেছে চারটি ট্রেন। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ উত্তর প্রদেশের বরেলি, লখনউ ও গোরক্ষপুরে দৃশ্যমানতা ছিল ২৫ মিটার, গঙ্গানগর, পাটিয়ালা, বাহরাইচ এবং পূর্ণিয়ায় দৃশ্যমানতা ছিল ৫০ মিটার, তেজপুর ও নালিয়ায় ২০০ মিটার, দিল্লি (পালম), অমৃতসর, সুলতানপুর, পাটনা, ভাগলপুর এবং কৈলাশরে ৫০০ মিটার। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশ। মৃদু কুয়াশা ছিল বিহার, অসম ও ত্রিপুরায়।

আহত ৪১০

● প্রথম পাতার পর

উদ্যোগ গ্রহণ করলে এই মৃত্যু অনেক কমানো সম্ভব। পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণীকান্তি পথ দুর্ঘটনা হাস করতে ছাত্রছাত্রী ও যুব সমাজ সহ সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফায়ার সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব সিং এবং পরিবহণ, পূর্ত, ট্রাফিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। অনুষ্ঠানে অনলাইন ক্যইজ প্রতিযোগিতার সূচনা করেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

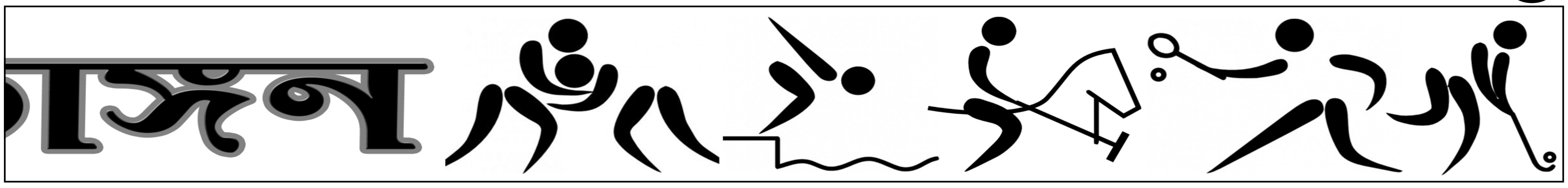

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ড, কার্যত ছিটকে গেল অস্ট্রেলিয়া

ওয়েলিংটন।। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চলে গেল নিউজিল্যান্ড। প্রায় ছিটকে গেল অস্ট্রেলিয়া। আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ বাতিল হওয়ার জন্যই ফাইনালে যাওয়া অনিশ্চিত হল তাদের। করোনা ভাইরাস আতঙ্কে জন্য 'প্রবল ঝুঁকি' হতে পারে মনে করায় টিম পেনের অস্ট্রেলিয়ার আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করে দেওয়া হল। আগামী মার্চ মাসে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল। সেই জন্য গত সপ্তাহে ১৯ জনের দল ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার কোভিড পরিস্থিতি ভাল না হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত আসন্ন সিরিজ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড।

গত ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কোভিড পরিস্থিতি বেশ খারাপ। আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতি জটিল হওয়ার জন্য এর আগে ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজও শেষ মূহূর্তে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় একটি একদিনের ম্যাচ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আফ্রিকা সিরিজও শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় একটি একদিনের ম্যাচ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন প্রোটিয়া ক্রিকেটার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফলে সেবার স্টেডিয়ামের কাছে এসেও টিম হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন জো রুটরা। এবারও ফাফ দু প্লেসিসদের দেশের কোভিড পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সফর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। এই বিষয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্তবর্তীকালীন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক নিক হকলে বলেছেন, "এই সময়টা আমাদের দলের কাছে খুবই কঠিন। করোনার জন্য আমাদের একাধিক সিরিজ বাতিল হয়ে গেল। ফলে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠা সম্ভব নয়। তাই ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তবুও ওদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার, ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা ও আইসিসিকে আগেই আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলাম। ওরাও বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা ফের বাইশগজের যুদ্ধে নামব।"

অনুশীলন শুরু করলো বিরাট ব্রিগেড, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী

চেন্নাই ।। ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের চার টেস্টের সিরিজ। এই সিরিজের লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে অনুশীলন শুরু করলো ভারতীয় ক্রিকেট দল। প্রথমদিনেই মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোং'দের অনুপ্রাণিত করলেন প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী। প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দল যেভাবে লড়াই করে অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করেছে সেই কাজটাই এবার করতে হবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে। একত্রিত হয়ে লড়াই করে ছিনিয়ে আনতে হবে জয়। প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রীর এই দাওয়াই এরপরই নেট অনুশীলন শুরু করেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। অনুশীলনের বেশকিছু ছবিও পোস্ট করা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে। পৃথক পৃথকভাবে তিন দফায় ক্রিকেটারদের কোবিড টেস্ট নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেরই

নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে। যার কারণে মঙ্গলবারই ছয়দিনের কোয়ারেন্টাইন পর্ব শেষ করে অনুশীলনে নেমেছে ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

এদিনকার অনুশীলনে দেখা গেছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকেও। ইংল্যান্ডের ক্রিটোরদেরও একইভাবে টেস্ট করানো হয়েছে। তাঁদেরও নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

ফলে ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররাও এদিন সকালে এম.এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে হালকা অনুশীলন শুরু করেছে। বুধবার পুরোদমে অনুশীলন শুরু করবে ইংরেজ ক্রিকেটাররা। দুপুর ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনুশীলন করবে ইংল্যান্ড। এদিন অনুশীলনে দেখা গেছে বেন স্টোকস, জোফরা আর্চার এবং রয় বার্নসকে। ভারতের মাটিতে চারটি টেস্ট সহ ইংল্যান্ড খেলবে তিনটি ওডিআই এবং পাঁচটি টি-২০'র ম্যাচে। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে ঐ টেস্টে ৫০ শতাংশ দর্শক সরাসরি উপস্থিত থাকতে পারবেন বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট হবে আহমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়ামে। ঐ দুটো টেস্টেও দর্শকদের স্টেডিয়ামের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

ঋষভ পন্থ-জো রুট লড়াই শুরু হয়ে গেল টেস্ট সিরিজের আগেই

চেন্নাই।। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার আগেই জো রুটের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়লেন ঋষভ পন্থ। আইসিসির জানুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন ঋষভ পন্থ ও জো রুট। এই দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের পর স্টারলিংকেও মনোনিত করেছেন বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা মঙ্গলবার এই কথা ঘোষণা করে তারা। সমস্ত ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভাল খেলা ক্রিকেটাররাই মনোনিত হল এই পুরস্কারের জন্য। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা ক্রিকেটারদেরও সম্মান জানায় আইসিসি। মহিলাদের মধ্যে জানুয়ারি মাসের সেরার তালিকায় আছেন পাকিস্তানের বোলার ডিয়ানা বিয়াগ, দক্ষিণ আফ্রিকার শবনম ইসমাইল ও মারিজেন ক্যাপ। অস্ট্রেলিয়া সফরে দুটি টেস্টেই দারুণ ইনিংস খেলেছিলেন উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ। সিডনিতে ৯৭ রানের ইনিংসের পর ব্রিসবেনে করা তাঁর ৮৯ রানের ইনিংসে ভর করেই ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজে জয় পায় ভারত। অন্যদিকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুটও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু ম্যাচের টেস্ট সিরিজে অসাধারণ খেলেন। প্রথম টেস্টে ২২৮ রান ও দ্বিতীয় টেস্টে ১৮৬ রান করেন রুট। দুটি টেস্টেই জয় পায় ইংল্যান্ড। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের পর স্টারলিং তিনটি শতরান করেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ১৩১ রানের ইনিংসের পাশাপাশি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচে শতরান করেন আয়ারল্যান্ডের এই ক্রিকেটার।

ভারতের মাটিতে রুটদের একটিও টেস্ট জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন না গম্ভীর

নতুনদিল্লি।। ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ। চেন্নাইয়ে প্রথম দুটি টেস্টের পর মোতেরায় সিরিজের বাকি দুটি টেস্ট। তার মধ্যে তৃতীয় টেস্টটি হবে গোলাপি বলে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জিতে ফেরার পর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এদিকে, শ্রীলঙ্কাকে দুরমুশ করে ফিরেছে ইংল্যান্ড। ফলে লড়াই যে সমানে-সমানে হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ভারতের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীর ভারতের মাটিতে রুটদের একটিও টেস্ট জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন না। ভারত সফরে ইংল্যান্ডের টেস্ট স্কোয়াডে রয়েছেন তিন স্পিনার-মঈন আলি, ডম বিস, জ্যাক লিচ। এদের মধ্যে একমাত্র মঈন আলিই অভিজ্ঞ। ৬০ টি টেস্ট খেলে মঈন আলি নিয়েছেন ১৮১টি উইকেট। ডম বিস এবং জ্যাক লিচ দু'জনেই ১২টি করে টেস্ট খেলেছেন। এই স্পিন আক্রমণ নিয়ে ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ডের টেস্ট জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন না গৌতম গম্ভীর। তিনি বলেন, "আমার মনে হয় না এই স্পিন অ্যাটাক নিয়ে ইংল্যান্ড একটাও টেস্ট জিততে পারবে।"

ধর্ষণ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য বহিষ্কৃত ওড়িশা এফসি কোচ

ভুবনেশ্বর।। ধর্ষণ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় কোচ স্টুয়ার্ট ব্যাক্সটারকে বহিস্কার করল আইএসএল দল ওড়িশা এফসি। জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধ ওড়িশা ১-০ গোলে পরাজিত হওয়ার পর পেনাল্টি পাওয়া নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন ব্যাক্সটার। তিনি বলেন পেনাল্টি পাওয়ার জ্য তাঁর দলের কোনো খেলোয়াড়কে কোনো মহিলার ধর্ষণ করতে হবে বা কাউকে দিয়ে নিজের ধর্ষণ করাতে হবে। এই ঘটনার পরেই ওড়িশা এফসির তরফ থেকে টুইট করে কোচের এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়া হল। দলের তরফ থেকে জানানো হয় এই ধরণের মন্তব্য ক্লাবের মূল্যবোধের পরিপন্থী। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে পরাজিত হওয়ার পরে এক সাক্ষাৎকারে রেফারিকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যাক্সটার বলেন, "কিছু কিছু সিদ্ধান্ত দলের পক্ষে গেলে ভালো কিন্তু তা হয়নি। আমি জানি না ঠিক কি করলে আমরা কী করে পেনাল্টি পাব, আমার মনে হয় আমার দলের কোনো খেলোয়াড়কে কারুর ধর্ষণ করতে হবে অথবা কাউকে দিয়ে নিজের ধর্ষণ করাতে হবে একটা পেনাল্টি পাওয়ার জন্য।" এই মন্তব্যের পরেই ক্লাবের তরফ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় যে ওড়িশা এফসি কর্তৃপক্ষ হেড কোচ স্টুয়ার্ট ব্যাক্সটারকে বহিষ্কার করছে এবং তাঁর সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি ছিন্ন করছে। আইএসএলের বাকি ম্যাচগুলির জন্য নতুন কোচের নামও শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে ওড়িশা এফসি।

বিরাট-রোহিতকে ছাপিয়ে নতুন মাইলস্টোনের সামনে ধোনি

মুম্বাই।। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও এবার আইপিএলের মঞ্চে উপার্জনের নিরিখে নতুন মাইলস্টোন গড়তে চলেছেন মাহি। ২০২১ সালের আইপিএলের খেলতে নামলেই সব আইপিএল মিলিয়ে ধোনির রোজগারের পরিমান ১৫০ কোটি ছাপিয়ে যাবে। মিলিয়ন ডলার লিগের মিলিয়ন ডলার ম্যান মহেন্দ্র সিং ধোনি! ২০২০ সাল পর্যন্ত চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাইজিং পুণে সুপার জায়ান্টের হয়ে ১৩টি আইপিএল খেলে মহেন্দ্র সিং ধোনির রোজগার ১৩৭.৮ কোটি টাকা। ২০২১ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলের খেলতে নামলে ধোনির উপার্জন গিয়ে দাঁড়াবে ১৫২.৮৪ কোটি টাকার মতো। আইপিএল থেকে উপার্জনের নিরিখে ধোনির পরেই রয়েছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানস অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ২০২১ সালের আইপিএল খেলতে নামার সঙ্গে সঙ্গে রোহিতের উপার্জন হবে ১৪৬.৬ কোটি টাকা। ২০২০ সাল পর্যন্ত আইপিএল থেকে বিরাট কোহলির উপার্জন ছিল ১২৬ কোটির উপর। এবারের আইপিএল খেলতে নামলেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের অধিনায়ক বিরাট কোহলির উপার্জন হবে ১৪৩.২ কোটি টাকা।

বিরাট কোহলিকে নিতে চায়নি আই পিএলের একটি দল

মুম্বাই।। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে একবারও আইপিএল জিততে পারেননি ঠিকই। কিন্তু গোটা দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। অথচ আইপিএল শুরুর আগে এই কোহলিকেই কেনার সুযোগ হাতছাড়া করেছিল তৎকালীন দিল্লি ডেয়ারডেভিলস। ২০০৮-য়ে আইপিএল শুরুর বছর থেকে আরসিবি-তে রয়েছেন কোহলি। সে বছরই কোহলির নেতৃত্বে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটারদের জন্য আলাদা একটা ড্রাফট করেছিল দিল্লি। তাদের কাছে সুযোগ এসেছিল কোহলিকে নির্বাচন করার। কিন্তু দলে আগেই কিছু ব্যাটসম্যান নিয়ে নেওয়ায়, 'তরুণ' কোহলিকে না নিয়ে একজন অলরাউন্ডারকে নেয় দিল্লি। তবে কোহলির প্রতিভা চিনতে ভুল করেনি আরসিবি। সুযোগ আসতেই তারা কিনে নেয় বিরাটকে। প্রথম দুটো মরশুম কোহলির একদমই ভাল যায়নি। প্রথম মরশুমে ১৬৫রান এবং দ্বিতীয় মরশুমে ২৪৬ রান করেন। তিনি তৃতীয় মরশুমে প্রথমবার তিনশোর গন্ডি পেরোন তিনি। ২০১৩ সালে দলের দায়িত্ব নেয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

MEMORANDUM

Owing to **technical Correction in BOQ** required to be incorporated against **DNIeT. No .23/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU/2020.21)** floated vide **e-PNIT no. 10/R/EE-V/AGT/PWD(R&B)/20-21 dated 04.01.2021** circulated vide memo no. F.TECH-4/Pt-X/EE~V/2020-21/4716-82 dated 4th Jan ,2021 the said tender (**Tender ID No. 2021_CEPWD_15289_1)** is hereby cancelled as per direction of the competent authority . Now the said work will be further floated to tender which may be followed accordingly .

" FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA".

Sd/- (Er. S.K.Nath)
Executive Engineer
Agartala Division No.V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

ICA-C-3008/21

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against Press NIe-T NO:- 39/EE/PNIe-T/MECH-DIVN/AGT/2020-2021 Dated:28.01.2021

For Lease of '01(one) no. Asphalt Drum Mix Plant of 30-40 TPH capacity along with 01(one) no. Paver Finisher, 01(one) no. Excavator, 02(two) nos. Trippers, 02(two) nos. Tandem Vibratory Rollers & 01(one) no. 125 KVA capacity Diesel Generator at Damdamia, West Tripura for a periud of 03(Three) years.(3rd GA With DNIeT NO. 05/B/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2020-21.
Estimated cost:- Rs. 36,92,685.00 Earnest Money : Rs. 1,00,000.00
Time of Completion:- 03(Three) years.
Last Date of bidding for bids 19-02-2021 up to 15.00Hrs. Opening of bid- 19-02-2021 at 15.30Hrs For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala, Tripura

ICA-C-2994/21

No. F. 1-197/ DDARDD (W)/GEN/ 2020/ Dated, Agartala the January, 2021.

Short Notice Inviting Tender

Sealed tender are hereby invited by the o/o the Dy. Director of ARDD, Government of Tripura from the potential agency for installation, printing Fixing of flex and Display hoarding at different locations in West Tripura District. The complete tender document form may be downloaded from the website(https://ardd.tripura.gov.in) and Tripura state portal.
The last date of submission of tender is up to 15th February, 2021 by 5 PM.
The authority reserves the right to cancel or reject any /partially / whole tenders without assigning any reason thereof.

Sd/- Illegible
Dy. Director of ARDD (West)
Agartala, West Tripura

ICA-C-3001/21

TENDER NOTICE

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites sealed tender from the recognized printing agencies having experience of printing and supplying of Question paper/ Text books/Academic materials to any Government Department Governments Undertakings / Government Offices for confidential printing and supply of Question paper for Annual Examination of classes III to VIII in all the Government and Government aided Schools and Madrasas under the Directorate of Elementary Education .Government of Tripura for the Academic Session 2020-2021.
The sealed Tender containing Technical and Financial Bids will be received during 10.00a.m to 5.30.p.m on all working days from 1st February , 2021 to 18th February , 2021 as per tender documents.
The details of tender schedule, scope of work g and terms & condition of the tender document may be obtained from the office of the undersigned on all working days up to 18th February , 2021 between 10.00a.m to 5.30 pm or may be downloaded from the official **website.www.scerttripura.org/ www.elementaryeducation.trlpura.gov.in / www. ssatripura.com**

Sd/- (Saju Vaheed A, IAS)
Director, Elementary Education
Shiksha Bhavan , Agartala , Tripura

ICA-C-3010/21

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WEST DIVISION::KHUMULWNG

NOTICE INVITING TENDER / QUOTATION NO.:-11/EE(W)/ADC/2020-21 DATED, 01/02/2021

Sealed item rate quotations are invited in PWD Form – 9 in plain paper by the Executive Engineer, West Division, TTAADC on behalf of TTAADC authority from bonafied registered the Agent/Dealer/ supplier / retails shops deals with Electrical goods for the supply of 48(forty eight) items of Electrical goods mentioned below quotation will be received upto 3.00 P.M. on **12.02.2020.**

Sl.No.	Name of work	Earnest money	Time of completion.
1.	2.	4.	5.
1.	Supplying of different Electrical goods for regular Maintenance of patty nature work in different officers, hospital, quarters etc. within ADC H/Q complex, Khumulwng and Agartala, during the year 2020-21.	Rs.5,000.00	1(one)month

Detailed tender notice and terms and condition can be seen at the office of the undersigned during office hours on any working day upto 1500 Hrs. of **11.02.2020** and web site of TTAADC.

For details please visit
www.tripura.gov.in for state.
For details please visit:
www.ttaadc.gov.in.
For and on behalf of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council.

TTAADC/ICAT/C-57/21

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer)
West Tripura
TTAADC, Khumulwng.

WALK-IN-INTERVIEW

Application in plain paper are hereby invited from eligible female candidates for selection of Non-permanent engagement in the vacant post of Anganwadi on **no-work-no-honorarium basis** under CDPO Sabroom NP ICDS Project.

Details of Vacancy in Anganwadi Centre

Sl. No	Name of Ward	Name of AWC	Name of Project	No of vacant post of Anganwadi workers	No of vacant post of Anganwadi Helpers
1	2	3	4	5	6
1	Ward No 3	Manikghar No 2 AWC	Sabroom NP	0	1

Application will be received from 01/02/2021 to 17/02/2021 except Holidays from 11.00 am to 4.00 pm.
Date of Interview :- 23/02/2021 (10:30 A.M to 1 PM)
No TA /DA are admissible for appearing in the walk- in -interview
More details are available in the Notice Board of the CDPO Sabroom NP ICDS Project.
NB : In unavoidable circumstances the interview process may be postponed /cancelled without showing any reason .

Sd/- Illegible
Child Development Project Officer
Sabroom NP ICDS Project
Sabroom, SouthTripura.

ICA-D-1398/21

সড়ক সুরক্ষা মাস উপলক্ষে আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

দৈনিক মৃত্যু কমে ৯৪, ভারতে সার্বিক সুস্থতা বেড়ে ৯৭.০৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও কমল। বিগত কয়েকদিনের মতো নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। সোমবার সারা দিনে ভারতে মাত্র ৮,৬৩৫ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৯৪ জনের।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৪,৪৮,৪০৬ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৬৩৫ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৭,৬৬,২৪৫-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,৪২৩ জন। ৯৪ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৪,৪৮৬ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৪,৪৮,৪০৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৫৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৪,৮৮২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩১৩ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ১৯.৭৭ কোটির উর্দ্ধে করোনা টেস্ট সক্রিয় রোগী ১.৫২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৯.৭৭-কোটির উর্দে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৬,৫৯,৪২২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯,৭৭,৫২,০৫৭-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা রোজই বাড়ছে, কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,৪২৩ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.০৫ শতাংশ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৪,৪৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৪,৪৮,৪০৬ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৬৩,৩৫৩ জন করোনা-রোগী (১.৫২ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কুয়াশা ও বায়ুদূষণে নাজেহাল দিল্লি ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কুয়াশার দাপট থেকে কোনওভাবেই রেহাই পাচ্ছে না রাজধানী দিল্লি। সঙ্গে দোশর বায়ুদূষণ ও ঠাণ্ডা। কুয়াশা ও বায়ুদূষণে মঙ্গলবারও নাজেহাল হল রাজধানী দিল্লি। এদিন সকালে দিল্লি এনসিআর-এর সর্বত্রই কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিল্লির বাতাস এদিন মাত্রাতিরিক্ত দূষিত ছিল, সার্বিক এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৩৪৭, যা খুব খারাপ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুখা মরশুমে মুঙ্গিয়াকামীর প্রত্যন্ত জনপদে জলের জন্য হাহাকার, প্রশাসন নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ।। শুখা মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে গ্রাম পাহাড়ে তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের কাঁকড়াছড়া এডিসি ভেলিজের প্রত্যন্ত বিভিন্ন এলাকায়।

তেলিয়ামুড়া শহর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পেরিয়ে কাঁকড়া এডিসি ভেলিজের হাজরাবাড়ী এলাকা। ওই এলাকায় বর্তমানে প্রায় ৪০ টি পরিবারের বসবাস।

ঐসকল এলাকার মানুষদের অন্যান্য মৌলিক চাহিদা গুলোর কথা তুলে না ধরলেও পানীয় জলের যে তীব্র সংকট রয়েছে তুলে ধরেন এলাকার উপজাতি মানুষজনরা। ওই এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয় অংশে মানুষেরা জানান যুগ যুগ ধরে তীব্র পানীয় জলের সংকট এর মধ্যে দিয়ে দিন গুজরান করে যাচ্ছে।পূর্বপুরুষদের শেখানো পথ অনুসারে কচিকাঁচা শিশু থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলি এই মরশুমে পানীয় জলের নতুন উৎসের খোঁজে পাহাড়ি পথে চষে বেড়ায়। করতে হচ্ছে।তারা এও জানান মাধ্যমে পাণীয় জল দেওয়ার কথা থাকলেও সময় মত পানীয় জল

হাজরা পাড়া এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষেরা ছড়া জল কিংবা গর্তের জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাতে হচ্ছে।সেই অপরিস্রুত পানীয় জল খেয়ে জল বাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে।আরো জানা যায় প্রায় ৫০০ ফুট থেকে পাহাড়ের নিচে থেকে জল সংগ্রহ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করে তারা জানান।এও জানান ওই এলাকার মানুষজন এরা পোকা মিশ্রিত জলি প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে যাচ্ছে।

ভোটের পরে ভোট আসলেও ওই এলাকায় গুলিতে পানীয় জলের সংকট দূরীকরণে তেমন কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি

ভারত সরকার সেতু তৈরি করুন, দেওয়াল নয় ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষকদের রুখতে কাঁটাতারের বেড়া, ব্যারিকেড, দিল্লি লাগোয়া সিঙ্ঘু, টিকরি ও গাজিপুর সীমানা যেন আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিণত হয়েছে! রাস্তা জুড়ে রাখা হয়েছে কংক্রিটের ব্যারিকেড। ৩-৪ স্তরে কাঁটাতারের বেড়া।

তিন-চার স্তরীয় ব্যারিকেডের পিছনে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড় করানো রয়েছে পুলিশের গাড়ি, বাস। সিঙ্ঘু, টিকরি এবং গাজিপুরদিল্লির ৩ সীমানাকে এ ভাবেই নিরাপত্তার দুর্গে পরিণত করে ফেলা হয়েছে। আর তা নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। ভারত সরকারকে উদ্দেশে মঙ্গলবার রাহুল নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ''সেতু তৈরি করুন, দেওয়াল নয়।''

গাজিপুর-মেরঠ হাইওয়ে ধরে উত্তরপ্রদেশ থেকে কৃষকরা দিল্লিতে যাতে ঢুকতে না পারে, সে জন্য সেই হাইওয়ের উপর ৪ স্তরীয় নিরাপত্তার দেওয়াল তোলা হয়েছে। দিল্লি-হরিয়ানা সীমানায় হাইওয়েতে অস্থায়ী ইট, সিমেন্টের দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে।

কয়েকশো পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স-এর জওয়ানরা সর্বক্ষণ নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। টিকরি সীমানাতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। বেশ কয়েক স্তরে নিরাপত্তার দেওয়াল তোলা হয়েছে সেখানে। রাস্তার উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে পেরেক আর গজাল। যাতে কৃষকরা ট্র্যাক্টর নিয়ে এগোতে গেলে সেখানেই আটকে যান।

রাজ্য কমিটি গঠনে অধিক সংখ্যক সদস্য করার সিদ্ধান্ত নিল জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার শিব নগরস্থিত গেদু মিঞা মসজিদে। এইদিনের সভায় বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভা শেষে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে গেদু মিঞা মসজিদে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত গুলির সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমকে অবগত করা হয়। এইদিনের বৈঠকে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ১১ তম রাজ্য কমিটি গঠন করার জন্য অধিক পরিমাণে সদস্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার প্রক্রিয়া শুরু হবে রমজানের পর থেকে। ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে সর্ব সম্মতিক্রমে ২০২১-২২ টার্মের জন্য কেন্দ্রীয় জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হিসাবে মাওলানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সমাজ সঠিক নিশানা খুঁজে পাবে ঃ সুদীপ বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মৃতি বিদ্যামন্দির এ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় সেবা প্রকল্প এন এস এস এর সভাপতি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সপ্তাহব্যাপী এনএসএস এর প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার শিক্ষা দিতে এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দু''বছর ধরে এ ধরনের কর্মসূচির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাব জড়িত থাকে। প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ কিংবা সমাজের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তারা জরুরী ভিত্তিতে সমাজসেবামূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার শিক্ষা লাভ করে এধরনের শিবির এর মধ্য দিয়ে।

এ ধরনের শিবির এর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা মানসিকভাবে সমাজসেবামূলক কাজ করার শিক্ষা গ্রহণ করে।শিবিরের সাফল্য কামনা করে বিদায় হোক সুদীপ রায় বর্মন বলেন স্বেচ্ছাসেবীদের আগামী দিনে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করতে হবে। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আরো বলেন ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে করোনা-মুক্ত ৫.০২ লক্ষের বেশি, পজিটিভিটি রেট ৩.১৪ শতাংশ

ইসলামাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। পাকিস্তানে ফের বাড়ল দৈনিক করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা, তবে আক্রান্তের সংখ্যা এবার দেড় হাজারের নীচে। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২২০ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৬৩ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১১,৭৪৬ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৪৮ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ০২ হাজার ৫৩৭ জন।

মঙ্গলবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২২০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৩ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৪৭,৬৪৮। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৩,৩৬৫। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৫,০২,৫৩৭ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৩.১৪ শতাংশ।

এডিসি ভোটের মুখে পাহাড়ে তৎপর রাজনৈতিক দলগুলি, চলছে শিবির বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা গুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা শুরু হয়েছে। আই এন পি টি দল পাহাড়ি এলাকায় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার ধলাই জেলার আমবাসা লাল চুরি সালমা পাড়ায় আইএনপিটি দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আইএনপিটির সুপ্রিমো বিজয় কুমার রাংখল প্রাক্তন বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিপিআইএম এবং বিজেপি ছেড়ে বহু পরিবার বিজেপি দলে যোগদান করে।আইএমপিটি সুপ্রিমো বিজয় বাবু জানান সিপিআইএম থেকে কুড়ি পরিবার এবং বিজেপি থেকে ৫২ পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে আইএনপিটি দলে যোগদান করেছে। দুটি দল ছেড়ে ১৫৭ জন ভোটার আইডি তে যোগদান করেছেন বলে জানান তিনি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান জেলা পরিষদ নির্বাচনে আতাত গঠন নিয়ে দলের দরজা সব সময় খোলা রয়েছে।বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে।জাতীয় কোন দলের সঙ্গে আতাত গঠন করা হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান রাজনীতিতে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকেন।নীতিগত ভাবে সহমত পোষন করলে যে কোন জাতীয় দলের সঙ্গে আতাত গঠন করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের কর্মশালা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। আয়ুস মিশনের উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে প্রজ্ঞা ভবনে শুরু হয়েছে দু''দিনব্যাপী হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের নিয়ে কর্মশালা। কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে দেড়শ জন চিকিৎসক সামিল হন।

কলকাতা থেকে দুজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন।ও শিক্ষকরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের মেদনাপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর ধীরাজ কুমার শুক্লা এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর হিমাংশু হাউথ।দু''দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম দিনে চিকিৎসকদের বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্মশালাতে আধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পেরে উপকৃত হয়েছেন চিকিৎসকরা।এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে ত্রিপুরা মিশনের ব্রাঞ্চ অফিসার সুনন্দ ভট্টাচার্য জানান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় যাতে আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় সেজন্য এধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

আগামী দিনেও রাজ্যের চিকিৎসকদের আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।দু''দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির কে কেন্দ্র করে রাজ্যের চিকিৎসকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বাইখোড়া চরকবাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সূচনা হল ৭ দিন ব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্পের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ ফেব্রুয়ারি ।। আজ থেকে বাইখোড়ার চরকবাই দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভসূচনা হলো সপ্তাহব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ শিবিরের। আজকের অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জোলাইবাড়ীর ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ। উদ্ভোদকদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান রতন বৈদ্য, বিদ্যালয় উন্নয়ন কমিটির ভাইস

চেয়ারম্যান পার্থ দাস, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক জনার্ধন চক্রবর্তী, পোগ্রাম অফিসার অজিত চন্দ্র শীল সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতেগিয়ে বক্তারা জাতীয় সেবা প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দশ্যে কিছু বক্তব্যরাখেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।